কায়স্থ-তর্ক সমাধান।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী-বিরচিত।

মূল্য তিন আনা মাত্র।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম-শ্রদ্ধাস্পদ-গুণিজনবেত্তা

শ্রীলশ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ

মহোদয় শ্রীকর কমলেষু

কায়স্থ কুলদীপায় সদেশ পুণ্যনিবাসিনে।

সমর্পিত মিদং ভক্ত্যা আশুতোষায় ধীমতে॥

মহাত্মন।

বিশাল বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে শূদ্রতা কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে সকল কায়স্থ কর্ম্মবীরেরা প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন আপনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম মহা-পুরুষ। আপনাদিগের স্বজাতি প্রীতি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা ব্রাত্য কায়স্থ সমাজ পবিত্র ও শাশ্বত বৈদিক সংস্কার লাভ করিয়া নবজীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছেন। আপনার সেই প্রীতি কণা লাভ করিয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও আজি এই "কায়স্থ-তর্ক-সমাধান" প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তৃণাদপিতৃণবৎ ক্ষুদ্র সমাজ সেবক আমি, আমার কি সাধ্য যে অগাধ-শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া কায়স্থ সমাজের গ্রহণোপযোগী রত্নরাজি সংগ্রহ করি? তবে বেলা ভূমে থাকিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা সমগ্র সমাজের নিকট আদরণীয় না হইলেও আপনি—আশুতোষ—তাহা অযত্নে উপেক্ষা করিবেন না, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক আপনার স্মরণীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

আপনার—

উপেন্দ্র।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের দ্বারা আমি গ্রন্থকার হইব, এ আশায় ইহা লিখি নাই। তবে কায়স্থ জাতির স্বীয় ক্ষত্রবর্ণোচিত বৈদিক সংস্কার দমনে যে সকল পরশ্রীকাতর শূদ্র, বর্ণসঙ্কর ও অন্ত্যজাদি নিম্নজাতির সংসর্গকারী ব্রাহ্মণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন, তৎ প্রতিবিধান জন্য এবং যথার্থ সত্য কি তাহা জানিবার জন্য অদ্য কয়েক বৎসর যাবৎ আর্য্য শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করি। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বি, এল মহোদয় 'ব্রাত্য-কায়স্থ চন্দ্রিকার" প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমি প্রতিবাদ লিখিয়া সম্পাদক মহাশয়কে সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দেই, কিন্তু প্রতিবাদ বৃহৎ হওয়ায় তাহাতে প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির হস্তে ইহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য দিবেন মনন করেন। এমতকালে দিনাজপুরের মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শর্বদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ মহোদয় উক্ত প্রতিবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। ইহার পর স্বজাতিহিতপ্রাণ স্বধর্মনিরত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়কে সমস্ত ঘটনা বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ পুস্তক মুদ্রণের জন্য অর্থ প্রদান করিলেন। এবং সেই আনুকূল্যেই অদ্য এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

এই পুস্তকে বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, মহাভারত, পুরাণ, বিবিধ কুলকারিকা ও সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্য সাহায্যে সমগ্র ভারতীয় কায়স্থের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাত্যতা খণ্ডনাদি বহুবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে কায়স্থ ও অন্যান্য ব্রাত্যগণের উপকারে আসিলেই শ্রম সফল হইবে।

১৩১৭। ১লা মাঘ।
৮৩।১ গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।

কায়স্থ-তর্ক সমাধান।

ওঁ যো নঃ স্বো যো অরণঃ সজাত উত নিষ্ট্যো যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
রুদ্রঃ শরব্যয়ৈ তান্ মমামিত্রান্ বিধ্যুত॥ ৩
অথর্ব্ববেদ—১।৪।১৯

যে আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট নহে, যে দূরে থাকিয়া আমাদিগের অনিষ্ট ইচ্ছা করে দুষ্টভাবে অভিভূত করিতে আশা করে, আমার (আমাদের) সেই শত্রুকে হে দেব, তুমি শর দ্বারা হিংসা করত রোদন করাও।

আজ এই বিশাল বঙ্গদেশে জাতীয়তার ভূমুল তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার উপসংহার কতদিনে হইবে কে কহিতে পারে? এই তরঙ্গের হেতু কোথায়? কায়স্থ সমাজে। কায়স্থগণ যদি বিধর্ম্মীর ভয়ে বেদানুমোদিতানুষ্ঠানে বিমুখ না হইয়া স্বীয় ক্ষত্রবর্ণোচিত কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এখন তাঁহাদের আশ্রিত পালিত ও পোষিত ব্রাহ্মণ সন্তানগণ স্বীয় আশ্রয়দাতা ও স্বধর্ম্ম সংরক্ষণ বিষয়ে অতি যত্নবান কায়স্থগণকে উপেক্ষা করিতেন না। হায়! সময়ের কি প্রভাব! ইঁহারা প্রশ্রয় পাইয়া বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি জঘন্য জাতি সমূহকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়া পুরুষ পুরুষানুক্রমিক প্রতিপালক কায়স্থদিগকে তাঁহাদের স্বীয় ক্ষত্রধর্ম্মানুমোদিত বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া বলিতেছে—*

"কায়স্থের ধর্ম্মভ্রংশে কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইবে, কুলনারী ভ্রষ্টচারিণী হইবে—ক্রমে নরকের পথ পরিষ্কৃত হইবে;

* ১। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে প্রকাশিত কায়স্থ জাতি বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য।

জাতি ধর্ম্ম লোপ হইলে কায়স্থের নির্ব্বংশ হইতে হইবে।” কায়স্থ সমাজ ইহাব কি প্রতিবাদ করিবেন, ঐ সকল অসম্মার্গী দ্বিজদিগের বাক্যে প্রতিবাদ না করিযা কায়স্থ সমাজ হইতে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ কল্প। এই বহিষ্কার কর্ম্মটী এইভাবে কবিতে হইবে অর্থাৎ আমরা যে বৈদিক মত গ্রহণ করিতেছি তদনু-সারে যদি প্রত্যহ পঞ্চ মহা যজ্ঞ করি, (প্রত্যহ বেদ পাঠ নামক ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ, তর্পণ নামক পিতৃ যজ্ঞ, অতিথি সেবা নামক নৃযজ্ঞ, পশুদিগকে অন্নদান নাম বলি বৈশ্বযজ্ঞ) তাহা হইলে ধর্ম্মও বক্ষা হইবে এবং উহাদিগকেও কায়-স্থের পৌবহিত্যাদি সামাজিক কর্ম্ম হইতে বহিষ্কাব কবা হইবে। কিন্তু ইহাতে যদি কেহ এ কথা বলেন বৈদিক সংস্কাব গুলিতেত ঋত্বিক্ প্রয়োজন, সে স্থলে কি হইবে? এতৎ সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন—উপযুক্ত ক্ষত্রিয়ই তাহা সম্পাদন কবিবেন, মহাত্মা যাস্ক কুরু বংশেব এইরূপ একটী ঘটনাব উল্লেখ করিয়া মীমাংসা করিয়া-ছেন যথা—

"যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো হোত্রায়বৃতঃ।"

নিরুক্তি ২অঃ ১২ খং

ইহাব অর্থ—শান্তনু নৃপতিব যজ্ঞে দেবাপি পৌরহিত্য কবিয়াছি-লেন। এই দেবাপি ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ঐ শান্তনু রাজাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঐ নিরুক্তির ২।১০ * "দেবাপিচাষ্টিষেণঃ শন্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতারৌ বভূবতুঃ।" মহাভাবতে (১।৯৫।৪৪) প্রতীপ বাজাব দেবাপি,

* ২। নিরুক্তির সহিত মহাভারতেব কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে—যথা। নিরুক্তির পাঠ শন্তনু, মহাভারতের পাঠ শান্তনু। নিরুক্তিতে আছে দেবাপি, আষ্টিষেণ ও শন্তনু, মহাভারতে আছে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক।

শান্তনু ও বাহ্লিক' তিন পুত্রের উল্লেখ আছে। ইহা প্রাচীন কালের ব্যবহার, ইহা বর্ত্তমান কালেও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে আমাদের যথার্থ শাস্ত্রের আদেশ ও প্রত্যক্ষের অনুকরণ করিলে কখনই অধর্ম্মের সেবা করা হইবে না। অতএব হে কায়স্থ মহাপুরুষগণ। অবিলম্বে উঁহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করুন।

এই প্রকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আর এক প্রকার লোক আছে, যাহারা ঘরেরও খাইবে আবার নিন্দাও করিবে। তজ্জন্য তাড়না করিলেও দূরীভূত হইতে চাহে না।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ একজন। ইনি ইহাঁর সঞ্চিত বিদ্যা দশ বর্ষ যাবৎ ব্যয় করিয়া অল্পদিন হইল "ব্রাত্যকায়স্থ চন্দ্রিকা" নাম্নী এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের জাতি সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত বিদ্যাটা মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ঐ চন্দ্রিকার দুইটী প্রভা। প্রথম প্রভায় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় প্রভায় বঙ্গীয় কায়স্থ কোন জাতি তৎ সিদ্ধান্ত। এক্ষণে আমি দ্বিতীয় প্রভার জাতি সিদ্ধান্তের বিচার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তৎপর প্রথম প্রভার ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধান্তের তর্কাবলী উপস্থিত করিব মনন করিয়াছি। পাঠক মহোদয়গণ অবলোকন করুন,—

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাঁহার চন্দ্রিকার ২৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্রভার প্রথমে লিখিয়াছেন "কায়স্থঃ কথিতোঽপি শাস্ত্রে সজ্জাতি বিষয়েঽসৌ-নৈব দৃশ্যতে।" অস্যার্থ—'কথিত কায়স্থ শব্দটা শাস্ত্রে আছে বটে তবে উহা সজ্জাতি বলিয়া দেখা যায় না।' অতঃপর এই কুথার

সমর্থন জন্য বঙ্গবাসীর মুদ্রিত ব্যাস সংহিতার (১। ১১) অন্ত্যজ কায়স্থ, ভট্ট কমলাকর, পরশুরাম সংহিতা ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের (৯। ১০) বর্ণসঙ্কর কায়স্থের উল্লেখ করিয়া ঐ কায়স্থ উৎকল কায়স্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তুত উৎকল কায়স্থগণ ঐরূপ ঘৃণিত বর্ণসঙ্কর নহে। উহারা মহাভারতের মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা পত্নী গর্ভজ যুযুৎসুর ন্যায়করা, মনুর (১০।৪১) শাসনানুসারে দ্বিজ ধর্ম্মাবলম্বী। বর্ত্তমান কালেও উহাদের উপনয়ন সংস্কার রহিয়াছে। মুগ্ধগণ যদি কোন অসত্য বিষয় সত্য বলিয়া উপদেশ পাইয়া তাহা লাভ করিতে যেমন সত্যের প্রতি মনোযোগ করে না ইনিও সেইরূপ কায়স্থ জাতিকে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিব না, সংকল্প করায় ৪৭ পৃষ্ঠায় পাদ্ম সৃষ্ট খণ্ড হইতে ৩০০। ১৯ বচনে কায়স্থকে দাস জাতি হইতে উচ্চ স্থান পাইয়াও তাঁহাদের মধ্যে শূদ্রত্ব অনুভব করিয়াছেন, এমতাবস্থায় ইহাঁকে কিছু দীর্ঘ দিন উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজের পাঠান কর্ত্তব্য মনে করি।

চন্দ্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—'নৈতে তাবৎ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা ভবিতু মর্হন্তি এতদ্বর্ণোক্ত শৌচাদি ধর্ম্ম ব্যবহারস্য তেষ-দর্শনাদিতি।' অস্যার্থ—উহাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলা যায় না। কেন না ইহাদের জন্ম মরণাদিতে ঐ ঐ বর্ণোচিত অশৌচাদি ধর্ম্ম ব্যবহার দেখায় না।

কায়স্থগণ স্বীয় ক্ষত্রবর্ণোচিত ও ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত জন্ম মরণাদির অশৌচই ব্যবহার করিয়া থাকেন। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে অনুপবীতী ক্ষত্রিয়ের এক মাসের অশৌচ ব্যবস্থা আছে, ইহাঁরা ব্রাত্যতার জন্য তাহাই প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যথা—

"উপবীতী ক্ষত্রিয়স্তু দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধতে তথা।"৯

৩ রাত্রিঃ ১ পটল।

ইহার ভাবার্থ এই যে, ক্ষত্রিয় উপবীতী হইলে, দ্বাদশ দিনে জনন মরণাশৌচে শুদ্ধ হইবে, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষত্রিয় অনুপবীত তাহারা এক মাস অশৌচান্তে শুদ্ধি লাভ করিবে।

অনন্তর ইহাও বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, সিদ্ধান্ত ভূষণ যখন বঙ্গীয়কায়স্থদিগকে আচারনিষ্ঠ সচ্ছূদ্র আখ্যায় অশৌচের জন্য মনু এবং যাজ্ঞবাল্ক্য স্মৃতি হইতে বৈশ্যের ন্যায় ১৫ দিনের বিধান উদ্ধার করিলেন, তখনই ত বুঝিতে পারিলেন যে ইহাঁরা যখন ন্যায়বর্ত্তী হইয়া মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের আদেশ অবহেলা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই শূদ্র নহে অন্য কোন উচ্চতর সংস্কার হীন জাতি।

চন্দ্রিকার ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ন বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়া ব্রাত্যবৈশ্যা বা তে যদি তে তথা স্যু স্তর্হি তে ব্রাহ্মণাদ্যৈরার্য্যৈ বিগর্হিতাঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, পারস্কর, গোভিল ও আপস্তম্ব যখন ব্রাত্যদিগকে উপনয়ন অধ্যয়ন, যাজন ও বিবাহ সম্বন্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তখন বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলা যাইতে পারে না।

কি মূর্খতা। ইনি যে কখন মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা কিছুতেই মনে হয় না। কেন না মহাভারতের ১৪১। ১৫ শ্লোকে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ ব্রাত্যক্ষত্রিয় উল্লেখে আছে। এবং বিষ্ণু পর্ব্বে ৩৩।৫ অবন্তীপুরের কাশ্যপ সান্দীপন মুনি রাম কৃষ্ণকে অধ্যয়ন করাইতেছেন, আবার শ্রীমদ্ভাগবতে আছে মহর্ষি গর্গ ঐ ব্রাত্য বংশের পুরোহিত ছিলেন। ক্ষত্রিয় সংস্কারে

সুসংস্কৃত এবং ক্ষত্রিয় বলদৃপ্ত মহাবীর জরাসন্ধ ঐ ব্রাত্য বৃষ্ণি বংশের উগ্রসেন পুত্র কংস করে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে কি মগধরাজ, কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, কারুষ নৃপতি সমাজে সম্মান চ্যুত হইয়াছিলেন? শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখায় (১৬। ২৫) দেখা যায় কুৎস ঋষি বলিতেছেন—"নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাত পতিভ্যশ্চ বো নমঃ।" ইহার ভাষ্য সায়নাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহার বঙ্গার্থ এই যথা 'ব্রাত্য সমুদয়কে নমস্কার, হে ব্রাত্যসমূহ তোমাদিগের অধিপতিদিগকে নমস্কার করিতেছি।' বলি এই কি প্রভু তোমার বিদ্যার বড়াই।

চন্দ্রিকার ৩৬। ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"অপিচ যদি তে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়শ্চ বৈশ্যাভবেয়ুস্তহি অসংখ্য পুরুষ যাবদুপাপনয়ন সংস্কারাক্ত ইত্যবশ্যং বাচ্যং—বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ প্রভৃতি ব্রাত্যানাং প্রায়শ্চিত্তানধিকারিত্বং উপনয়ন সংস্কারানর্হত্বঞ্চ বিশদং প্রতিপাদিতং প্রাগিতি। সতি তদন-পত্যানাং ঘোষ বসু প্রভৃতীনাং ঝল্লমল্লাত্বস্ত্যজাদি বর্ণসঙ্কর্য্যমনিবার্য্যং ভবেৎ।" ইহার বঙ্গার্থ এই যে—অথচ যদি [বঙ্গীয় কায়স্থগণ] তাহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় কি ব্রাত্য বৈশ্যই হইবে, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাহাদের অসংখ্য পুরুষ যাবৎ উপনয়ন সংস্কার রহিত হইয়াছে। এবং ইহাও অবশ্য বক্তব্য যাহাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে ব্রাত্য হইয়া আসিতেছে তাহাদিগের যখন কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়নে অধিকার নাই পূর্ব্বে বিশদভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদি তাহাই হইল তবে, অসংখ্য পুরুষ যাবত ব্রাত্যক্ষত্রিয় ঘোষ বসু প্রভৃতিবা ঝল্লমল্ল ইত্যাদি অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর অনিবার্য্য হইয়া পরে।

বেশ ভাল কথা, দেখা যাউক কীটদষ্ট প্রাচীন পুথি ঘাটিয়া কিছু পাওয়া যায় কি না? প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি

কন্দর্পনারায়ণ রায়ের সভা পণ্ডিত রামানন্দ মিশ্র 'কুলদীপিকা' নাম্নী বঙ্গজ কায়স্থগণের এক সামাজিক গ্রন্থ লিখেন তাহাতে আছে।

"কায়স্থোত্যজন্বৎ সূত্রং বৌদ্ধেতু বিপ্রহীনতঃ।"

অর্থাৎ* বৌদ্ধ প্রভাব প্রতিপত্তির সময় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অভাবে কায়স্থ যজ্ঞ সূত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অভাবে যে পৈতাটা যায় একথা ভগবান মনুও বলিয়াছেন, বঙ্গ দেশেও কি তাহাই হইয়াছিল? তবে বঙ্গে এই ব্রাহ্মণ অভাবটা কতদিন হইতে হইয়াছিল? প্রায় আটশত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভা পণ্ডিত স্মৃতি শাস্ত্রে বিশারদ হলায়ুধ বলিতেছেন,

"তত্রচ কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎ উৎকল পাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রাস্ত অধ্যয়নং বিনা তেভ্য রাম্নায়ান্ স্বগৃহে বৃষলত্বং মুমুচুরপিকিয়দেকদেশ বেদার্থস্ত কর্ম্ম মীমাংসা দ্বারেন যজ্ঞেতি কর্ত্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতে নাপি মন্ত্র কর্ম্ম বেদার্থ জ্ঞানং যতস্তৎ পরিজ্ঞান এব শুভ ফলং তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে।"

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব।

অর্থাৎ—এক সময়ে লোকের আয়ু যথার্থ জ্ঞান উৎসাহ শ্রদ্ধা প্রভৃতির হ্রস্বতা নিবন্ধন কেবল পাশ্চাত্য এবং দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ সম্প্র-

* (১)। উপরোক্ত হলায়ুধ বচনটী যথাক্রমে লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয়ে, এবং কায়স্থ পত্রিকার ১।৬ সংখ্যা, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল প্রণীত "বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইল। উহার একজনের উদ্ধৃতাংশও মূল ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের সহিত মিল নাই। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়েত বহুস্থলে বাদ ছাট ব্যাকরণ দোষ আছে, শেষোক্ত গ্রন্থের উদ্ধৃত বাক্যাবলী কাশী হইতে প্রকাশিত পুথির সহিত যৎকিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। কিন্তু অপর একখানা বহু পুরাতন মুদ্রিত পুঁথিতে উপরোদ্ধৃত প্রকার প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই পুথি বহুবাজার প্রসিদ্ধ এ, সি, আঢ্যির পুস্তকালয়ে আছে।

দায় বেদাধ্যয়ন কার্য্য সম্পাদন করিত। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন বিনা সেই পাশ্চাত্যাদি বৈদিকদিগের নিকট ঋকাদি বেদমন্ত্র গ্রহণ করিয়াঋণত্রয় মোচন করিয়াছিল, অথচ বেদের সামান্য একাংশের সাহায্যে যজ্ঞ কর্ম্মক্ষেত্রে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচার মীমাংসা করিতেন। ফলতঃ এই মন্ত্রগ্রহণ কর্ম্মদ্বারা বেদার্থ-জ্ঞান হয় নাই, কেন না বেদে জ্ঞান জন্মিলে তাহাতে শুভ ফলই প্রসব করে এবং বেদের অজ্ঞানতা প্রবুক্ত দোষের কথাই শুনিতে পারা যায়।

এই পূর্ব্বোক্ত প্রমাণদ্বয় বঙ্গের দুই প্রধান জাতিরই বেদত্যাগের কথা জানিতে পারা গেল। তবে দেখিতে হইবে এইরূপ বেদ ত্যাগ, সুধু বঙ্গদেশেই হইয়াছিল না ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও হইয়াছিল এ সম্বন্ধে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে যখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিজয়ে বহির্গত হইয়া, কুমারিকা হইতে কুমায়ুন পর্য্যন্ত ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম বিস্তার করিতে আর্য্য সমাজের যে দুর্দ্দশা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রিয় বৈদান্তিক শিষ্য আনন্দ গিরি এই ভাবে লিখিয়াছেন।

শ্রুত্যাচারং পরিত্যজ্য মিথ্যাচারং সমাশ্রিতাঃ।
বিপ্রাদয়ো বিচিত্রৈস্ত লিঙ্গৈঃ সন্তপ্তদেহিনঃ॥
হুতং নৈব যথাকালমগ্নৌ হব্যং সমন্ততঃ।
লিঙ্গিনো স্বয়মিত্যুচ্চৈ রভিমানান্নরাধমাঃ॥
নদত্তং পর্ব্বনি প্রাপ্তে কব্যং পিত্রাদি তৃপ্তয়ে।
নাধ্যাপিতং ব্রহ্মযজ্ঞং সত্য লোকস্য সিদ্ধয়ে॥
নাগ্নিষ্টোমা নাগ্রহায়ণং ন সন্ন্যাসং কদাচন।
করোতি মনুজঃ কশ্চিৎসন্দে পানওমাপ্নুঃ॥
বিষ্ণুদাসা বয়ংচেতি বয়মীশান লিঙ্গিনঃ।
ভৈরবার্ক গণেশানাং দেব্যা ভক্তাশ্চ কেচন॥

কেচিং কাপালিকা চারা মন্ত্র মাংসাশিনঃ সদা।
একসৈব্য মতস্যাপি ভেঁদ ষটকং সমাশ্রিতাঃ॥

শঙ্কর বিজয়।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বেদাচার পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা (লৌকিক) আচার গ্রহণ করত চিত্র বিচিত্র প্রতিমা দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছে। (ইহারা) যথাকালে বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয় না, (হায়!) নরাধমগণ (আরও) উচ্চৈঃস্বরে বলে (আমরা) প্রতিমা উপাসক। পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্বে স্বধা প্রদান করে না। সত্য লোক সিদ্ধির জন্য স্বাধ্যায় পাঠ কি ব্রহ্ম যজ্ঞ করে না। কোনও ব্যক্তি না অগ্নিষ্টোম, না অগ্রহায়ণ কর্ম্ম, না সন্ন্যাস ইহার কিছুই করে না সকলেই পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলে আমরা বিষ্ণুদাস, আমরা ঈশানোপাসক, এবং কেহ কেহ ভৈরব, অর্ক, গণেশ ও শক্তি উপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কেহ কেহ মদ্য মাংসাশিকাপালিকাচারী। (অহো!) সেই অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে ছয় প্রকার ভেদ করিয়াছে।

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই আর্য্য সমাজের অধিকাংশ লোক অতি দীর্ঘ দিন যাবৎ সাবিত্রীহীন হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তৎপর শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, মাধবাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতি পরিব্রাজক দ্বারা বৈদিক ধর্ম্ম তথা উপনয়ন সংস্কার প্রভৃতি প্রচলিত হয়।

এই সংস্কারটী সুধু ব্রাহ্মণ সমাজেই প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না সেই সকল তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা জানিতেন—ব্রাহ্মণ ঠিক্ করিতে পারিলেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য পরে তাঁহারাই সংস্কৃত করিয়া লইবেন। *কিন্তু

তাঁহারা আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন নাই, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ঐরূপ নবসংস্কৃত ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও আদৌ শ্রদ্ধা করেন নাই। ইহার জন্য উত্তর কালে রাঢীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভূলোকে দেখিতে পান নাই। যাহা হউক এস্থলে বলা উচিত তাৎকালিক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কি জন্য ঐ নব সংস্কৃত ব্রাহ্মণ সমাজের পর শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিলেন। অশ্রদ্ধার আর কোনই কারণ নাই; যে অজ্ঞানতার জন্য এখন ব্রাহ্মণ সমাজ, উপনীত কায়স্থ সমাজকে অশ্রদ্ধা করিতেছেন তাঁহারাও তৎকালে সেই অজ্ঞানতার জন্যই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেন না তাঁহারা জানিতেন না যে দেশ বিপ্লবে অথবা অনিচ্ছা সত্বে পাপানুষ্ঠান করিলে বেদাধ্যয়নেই শুদ্ধ হয়, ইহা মানবধর্ম্ম শাস্ত্রের ১১।৪৬ মত। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ইহারা একটা ব্যাভিচার দ্বারা সমাজ বিপ্লব ঘটাইতেছে, তাই এই দশা। এইরূপ ব্রাহ্মণ সমাজে কে কে উপনয়ন দিয়াছিলেন তাহার ২।১ টী দৃষ্টান্ত দেখুন।

প্রথমতঃ বঙ্গদেশে আদিশূর নৃপতি সারস্বত ব্রাহ্মণ সমাজের সাত শত সৈনিক পুরুষকে ব্রহ্মণ্য প্রদান করেন। ইহা প্রায় সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি পরমানন্দরায়ের সভাপণ্ডিত মহাত্মা ধ্রুবানন্দ ব্রাহ্মণ কায়স্থের কুলগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।—

"বরং সপ্তশতেভ্যোঽসৌ সৈনিকেভ্যো দদৌ মুদা।
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া॥"

মহাবংশাবলী।

অর্থাৎ রাজা তাঁহার সপ্তশত সৈনিককে বর প্রদান করিলেন "আমি সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আমার আজ্ঞায় তোমরা সকলে ব্রাহ্মণ হও।" বঙ্গদেশে ইঁহারা সাতশতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ও সামবেদী।

দ্বিতীয়তঃ মথুরা প্রদেশের ব্রাহ্মণ ইহাঁরা বরাহমুনি কর্ত্তৃক দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্‌যথা—

"মাগধো ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং করিতো দ্বিজা এবচ।
বরাহস্ত তু ঘর্ম্মেণ মাথুর জায়তে তথা॥"

ভৃগুসংহিতা।

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে প্রকারে মাগধ ব্রাহ্মণ দিগকে দ্বিজত্ব প্রদান করা হইয়াছিল, সেইরূপ বরাহ মুনির যজ্ঞে (ঘর্ম্ম-যজ্ঞ ইতি যাস্কনিঘণ্টু ৩।১৭) মাথুরগণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' তৃতীয়তঃ ব্রহ্মণ্য দাতা ভগবান শঙ্করাচার্য্য এতৎ সম্বন্ধে মাধবাচার্য্যের ও বিদ্যারণ্যের শঙ্কর বিজয়ের ১৫ সর্গের ২য় শ্লোকে ধনপতিসূরি একটী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য প্রাপ্তির প্রমাণ দিয়াছেন যথা—

"তস্মাদ্বিমূঢতাং ত্যক্তা ভ্রষ্টৈর্ব্রাহ্মণ জাতিত প্রায়শ্চিত্ত মনুষ্টেয়মিত্যু-ক্ত্যাস্তে পরং গুরুং নত্বা প্রায়শ্চিত্তমেবাশু কৃত্বা শুদ্ধাদ্বৈত সংবত্তাঃ সাধুবৃত্তাঃ সংকর্ম্মস্থা।"

ডিণ্ডিম টীকা।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি হইতে ভ্রষ্ট, তাহাপদেশে বিমূঢতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, 'তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর' এই কথা শুনিয়া সে ত্বরায় পরম গুরুকে নমস্কার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত মত গ্রহণ করিল, এবং সংবৃত্তিশীল ও সৎ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। শুদ্ধাদ্বৈত মত গ্রহণ শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম এই দুই ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

বঙ্গের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই কি? নিশ্চয়ই হইয়াছেন! নতুবা বঙ্গীয় কায়স্থগণের অশ্রদ্ধার তথা উপনয়ন হীনতার আর কি কারণ আছে? রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র

ব্রাহ্মণ সমাজের উপনয়ন বিজয় সনের ব'রস্ত জন্মের সমসাময়িক বলিয়া বোধহয়। কেন না যদি সে সময় বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিত, তাহা হইলে বিজয় নন্দন মহারাজ বল্লাল সেনের বৈমাতৃ ভ্রাতা শ্যামল ৯৯৪ শকে পুনরায় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিতেন না। (১) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ঘটকগণ স্বীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বৌদ্ধ বিপ্লব হইতে রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের বঙ্গাগমন ৯৫৪ শকাব্দ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ইহাই যদি হয় তাহা হইলে ৪০ বৎসর পরে শ্যামল বর্ম্মার পুনরায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্য কেন বিদেশে যাইতে হইবে? আবার এ কথাটাও ভাবিয়া দেখা উচিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পর্য্যায় সংখ্যা ৮।১০ পুরুষ বেশী। অতঃপর অন্য প্রকারে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বেদ হীনতার প্রমাণ দেখান যাইতেছে। যে হেতু উভয় ব্রাহ্মণ সমাজের অথর্ব্ব বেদ এবং স্বধু রাঢ়ীয় সমাজে ঋগায় শাখী কি'স বিলোপ হইল? কেন না মহারাজ দনুজমাধবের সভাপণ্ডিত এড়ু মিশ্র বলিতেছেন।

"ছান্দড়োহি চতুর্ব্বেদী সান্নি বিশ্রুত গৌরবঃ।
বেদগর্ভশ্চতত্তুল্যো বিশেষো নাস্তিতত্বতঃ॥
ত্রৈবিদ্য বিদোদক্ষঃ স্যাদ্ভট্টনারায়ণোঽপিচ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসোহর্ষ শ্রৌতে বিবিরিবস্বয়ন॥"

কুলার্ণব।

অর্থাৎ—ছান্দড় মুনি চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী, বিশ্রুত গৌরব বেদগর্ভ তত্তুল্য তাহাতে কোন বিশেষ নাই, তিনি সামাধ্যায়ী। তৎপর দক্ষ ত্রিবেদাধ্যায়ী এবং ভট্টনারায়ণও তদ্রূপ, হর্ষ অথর্ব্ববেদবিদ্, শ্রৌত কর্ম্মে তিনি স্বয়ং বিধাতার স্বরূপ।

১। বৈদিক কুল পঞ্জিকা।

ইহা'পক্ষ প্রাচীন কুলপঞ্জি লেখক মহেশব'ন্দ্যাও ঐ কথা লিখিয়া-ছেন। এখন ইহা দ্বারা কি এরূপ স্থির করা যায় না যে রাঢী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। বৈদিকদিগেরও ঋক্‌-যজ্‌-সাম এই তিন বেদ, বারেন্দ্র সমাজেই ঐ তিনবেদ প্রচলিত হইয়াছে, রাঢীয়গণ এখনও সাতশতীদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এক মাত্র সাম বেদ লইয়াই আছেন।

অতঃপর এখন বিচার করা যাউক রাঢী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ এই যে বৈদিকদিগেব নিকট উপনয়ন গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা কয় পুরুষের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ব্রাত্যতায় তাঁহাদের অন্ত্যজ ও বর্ণসঙ্কর দোষ ঘটিয়াছি'ল কিনা। ইহাঁরা কত দিন ব্রাত্য দোষগ্রস্ত ছিলেন। প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থে আদিত্য শূর নৃপতিব আবির্ভাব কাল এইরূপ দেখিতে পা ওয়া যায়

"যদাহর্ঘা বদি বিচ্ছেদৈশ্চন্দ্র সূর্য্য সমাসতঃ।
গুরোহপি তত্র তিষ্ঠন্তি তদাদিত্য নৃপোভবৎ॥"

সোম সিদ্ধান্ত।

অর্থাৎ—যে কালে চন্দ্র, সূর্য্য এক রাশিস্থ হইবে অথচ বৃহস্পতিও তাহাতে অবস্থান কবিবে ও অর্ঘা দ্বারা রবিভেদ হইবে তৎকালে আদিত্য-শূর, নৃপতি হইবেন।' ঐ অর্ঘার প্রতি বৎসর ৫০ হস্ত হিসাবে গতি। ১৯৬৫ সংবতে জ্যোতিবিবদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন তৎকালে উহার ১০৯০৫০ হস্ত ব্যবধান ছিল। তাহা হইলেও উহাকে ৫০ দ্বারা ভাগ করিলে ২১৮১ বৎসব হয়। ২১৮১ হইতে ১৯৬৫ বাদ দিলে বিক্রমাব্দের ২১৬ বৎসব পূর্ব্বে আদিত্যশূরের রাজত্ব কাল হয়। আঁইন-ই-আকববীয় মতে বঙ্গেশ্বর আদিশূরের রাজত্বও এইরূপ বিক্রমাব্দের পূর্ব্বে অবধারিত

আছে, ইহাদ্বারা উভয়ই বঙ্গের এক আদিশূর নৃপতি হইয়া পড়েন। অতএব বঙ্গীয়রাঢীবারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান কাল হইতে দুই সহস্র বৎসরের অধিক সময় আগমন করিয়াছেন, ইহাই প্রমাণ হইল। সম্রাট অশোক খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সমুদয় ভারতবর্ষ বিস্তার করেন, এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইযা তৎকালে ত্রিপুরেশ্বর আদি ধর্ম্মপা কনৌজ হইতে পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সম্পাদন জন্য আনয়ন করেন। খৃঃ ৫ম শতাব্দীতেও যখন ত্রিপুর রাজ্যের প্রান্ত বঙ্গদেশে, ত্রিপুরেশ্বর, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাইলেন না, তখন ধরিয়া লইতে হইবে আদিশূরের যজ্ঞে আনীত বিপ্র পঞ্চকের উত্তর পুরুষগণের এই ৪র্থ শতাব্দীতে সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং ১১শ শতাব্দীতে বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট পুনরায় সাবিত্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে সাত শত বর্ষে কত পুরুষের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন? সেস্থলে কি প্রতি পুরুষের হিসাবে এক বৎসর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন? কেন না বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উপনয়নের বিরুদ্ধে এই ঋষি বাক্য চন্দ্রিকায় ধৃত হইয়াছে।

"প্রতি পুরুষং সংখ্যায় সংবৎসয়াস্তাবন্তোঽনুপেতাঃস্যুঃ।"

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ১প্রশ্ন ২পটল ২কং

অর্থাৎ—মানবক পর্য্যন্ত যত পুরুষ অতীত হইয়াছে, সেই প্রত্যেক পুরুষ সংখ্যা করিয়া এক এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। এবং তৎপর উপনয়ন গ্রহণ করিবে।' এরূপ বিধান মত চলিলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে বেড় পায় না, তাই বলিতেছিলাম সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় আর পুরাতন কাসন্দি ঘাটিবেন না।

চন্দ্রিকার ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—'ক্ষত্র ধর্ম্ম ত্যাগাৎ পরশুরাম ভীতানাং ক্ষত্রিয়ানাং শূদ্রত্ব মেক জাতমিতি।" অর্থাৎ পরশুরাম ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্বই জন্মিয়াছিল। এই বলিয়া উহার প্রমাণ জন্য মহাভারত হইতে এই বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন,—

"তেষাং স্ববিহিতং কর্ম্ম তদ্ভয়ান্নানুতিষ্ঠতাং।
প্রজ্ঞাবৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥" ১৫

অশ্বমেধপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়

ইহার ভাবার্থ এই পরশুরাম ভয়ে সেই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারায় বেদ হীন হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধান্ত ভূষণের যদি চক্ষু থাকিত অথবা তিনি যদি 'বহু শাস্ত্র পড়িয়াছি' এরূপ গর্ব্ব না করিয়া সত্য সত্যই শাস্ত্র পড়িতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন পরশুরাম ভয়ে কাহারা শূদ্রত্ব পাইয়াছিল এবং কাহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল। পরের উদ্ধৃত বাক্যে এইরূপই হয়। যাহা হউক ভুল সংশোধন করিয়া লউন।

"এবং তে দ্রবিড়াভীরাঃ পুণ্ড্রাশ্চ শবরৈঃসহ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্যুত্থানাৎ ক্ষত্র ধর্ম্মিণঃ॥ ১৬"

অশ্বমেধপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়।

অর্থাৎ এইভাবে তাহারা অভ্যুত্থান করিতে না পারায় ক্ষত্র ধর্ম্ম হইতে দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র এবং শবর জাতির সহিত বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের অন্যত্র আছে পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন তৎকালে বিশ্বামিত্রের পুত্র রৈভ্যের আত্মজ পরাবসু শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন—হে রাম! তুমি প্রতর্দ্দন প্রভৃতি তেজস্বান্ ক্ষত্রিয়ের ভয়ে

পর্ব্বতাশ্রয় লওয়ায় তোমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়াছে। তখন তিনি পরাবসুর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া প্রতর্দ্দন প্রভৃতি কতিপয় অতি বৃদ্ধ ক্ষত্রিয় ও আশ্রিত, ভীত, রুগ্ন, শিশু ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপাদিত ক্ষত্রিয় এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন, ইহাতে পৃথিবী কম্পিতা হইয়া কশ্যপের নিকট গিয়া বলিলেন প্রভু! আমি আর দুর্ম্মতি পরশুরামের পাপানুষ্ঠান সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি সলিলে প্রবেশ করিতেছি।' তখন কশ্যপ ঋষি পৃথিবীকে স্বীয় উরুতে ধারণ করিয়া পরশুরামকে তৎ দত্ত ভূভাগ হইতে বহিষ্কৃত করত ধরণীকে বলিলেন 'ধরে! ব্রাহ্মণ অথবা এই সমস্ত নির্জ্জিত ক্ষত্রিয় শিশু গ্রহণ কর।' তখন ধরণী বলিলেন।—

"সন্তি ব্রাহ্মণ ময়াগুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয় পুঙ্গবাঃ।
হৈহয়ানাং কুলেজাতাস্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে॥"

মহাভারত শান্তি ৪৯। ৭৫

হে ব্রাহ্মণ! আমাদ্বারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদিগের স্ত্রী সকলে হৈহয় কুল জাত বহু বীর রক্ষিয়াছে। হে মুনে! তাহারাই আমাকে রক্ষা করুন। * ইহার পর ৭৬ শ্লোকে পুরু বংশীয় বিদুরথ রাজপুত্র, সূর্য্য বংশীয় সৌদাস রাজপুত্র ৭৮ শ্লোকে শিবি নৃপতির পুত্র ৭৯ শ্লোকে প্রতর্দ্দন কুমারের কথা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু পুরাণে বহু শক্তিশালী ক্ষত্রিয় রাজা বর্ত্তমান থাকার কথা জানা গিয়াছে। অতএব ওরূপ প্রলাপ বাক্য লিখিয়া লোক হাসান ঠিক্ নহে।

১। সিদ্ধান্ত ভূষণ কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই, যদি পড়িতেন তাহা হইলে শান্তি পর্ব্বে ১,১৩ শ্লোকের অর্থ নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুন মিশ্রের সুযুক্তি পূর্ণ টীকা থাকিতে স্বকপোলকল্পিত বিকৃত অর্থ করিতেন না।

চন্দ্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "খবরজ্ঞাশ্চিত্রগুপ্তস্য ক্ষত্রিয়ত্বে বিমূঢাত্মানা পৃচ্ছাম শ্চিত্রগুপ্তস্য ক্ষত্রিয়ত্বং কুতঃ সমুপলভ্যতে ইতি।" অর্থাৎ যে সকল অজ্ঞ লোক চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব, মোহ প্রযুক্ত স্বীকার করে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় তাহা কিসে পাইল?' চিত্রগুপ্ত এক সময় সারস্বত প্রদেশে রাজা ছিলেন বেদে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা শব্দ শ্রুতিতে ক্ষত্রিয়ত্ব বাচী।

"ক্ষত্রং হীন্দ্র ক্ষত্রং রাজন্য"

শত পথ ব্রাহ্মা ৫।১।১

অর্থাৎ যিনি ইন্দ্র তিনিই ক্ষত্রিয় এবং যিনি নর সমূহের অভিষিক্ত রাজা, তিনিই ক্ষত্রিয়। একথা মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভাষ্য লিখিতে মেধাতিথিও বলিয়াছেন, 'যথা— রাজন্ শব্দঃ ক্ষত্রিয় জাতৌ মুখ্যঃ" অপিচ রাজ নিঘণ্টে নবহরিও বলিয়াছেন "রাজাতু সার্ব্বভৌমঃ স্যাৎ পার্থিবঃ ক্ষত্রিয়ো নৃপঃ।" এখন চিত্রগুপ্ত কিরূপ রাজা ছিলেন, প্রণিধান করুন।

"চিত্র ইদ্রা রাজা ইদন্যকে যকে সরস্বতি মনু।
পর্জ্জন্য ইব তত নদ্দি বৃষ্ট্যা সহস্রমযুতাদদৎ॥"

ঋগ্বেদ ৮।২১।১৮

ইহার স্থুলার্থ এই যে—সরস্বতী নদী তীরে চিত্র নামক বহু দানশীল ও পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। নদীর স্রোত যেমন নিয়তই বহিয়া যায়, মেঘ যেমন প্রবল ধারায় বারি বর্ষণ করিয়া থাকে তিনিও সেই রূপ অবিশ্রান্ত মুক্ত হস্তে অর্থ-দান করিতেন। এই ঋগ্বেদের চিত্র ও চিত্রগুপ্ত এক কিনা এখন তাহাই অবলোকন করুন। প্রাচীন স্মার্ত্ত

নীলকণ্ঠ তাঁহার ময়ূখত্রয়ের মধ্যে মন্ত্র সমূহ যে যে দেবতার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দান ময়ূখে চিত্রগুপ্ত দেবের উপাসনার জন্য বলিয়াছেন "চিত্রগুপ্ত প্রীতয়ে সচিত্র চিত্র যুবশ্ব ইতি॥" অতএব রাজা চিত্রই চিত্রগুপ্ত ইহাই প্রতীতি হইল। বেদেব রাজা চিত্র যেমন সরস্বতী তীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কথকাংশ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষগণও তথায় ছিলেন। যথা—শ্রীমদ্র, নাগর, গৌড়, সারস্বত ও মাথুর এই নামে তাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন।

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি তে।
শ্রীমদ্রা নাগরা গৌড়াঃ সারস্বতাশ্চ মাথুরাঃ॥"

বঙ্গজ কায়স্থ কারিকা

চিত্রগুপ্তের যে পুত্র সরস্বতী তীরে বাস করিয়াছিলেন, তিনি সারস্বত নামে কথিত হইয়াছেন, ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে চিত্রগুপ্ত সরস্বতী তীরের রাজা ছিলেন। (ইহাদের কাহার কোন এক পুত্র সরস্বতী তীরে রাজা হইয়া সারস্বত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,) ফলতঃ ঐ উভর চিত্রই শ্রাদ্ধদেব মনুর পৌত্র নরিষ্যান্তের পুত্র সারস্বত নৃপতি চিত্রসেন।

চন্দ্রিকার ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "চিত্রগুপ্তস্যাপি মসীজীবিতয়া শূদ্রত্ব মপিনাসম্ভবীতি।" অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের মসী কর্ম্মের দ্বারা তাহার শূদ্রত্বই সম্ভাবিত হইতেছে।" লেখার কার্য্য করিলে যদি শূদ্রত্ব জন্মে তবে তাহার প্রমাণ কেন আর্ষ গ্রন্থ কি শ্রুতি হইতে প্রদর্শিত হয় নাই? পাণ্ডিত্যাভিমানীর প্রমাণাভাব বাক্য সুধি সমাজে সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য।

বাজসনেয়ী সংহিতায় আছে ক্ষত্রিয় মিত্র, রাজ্যের সুখ বর্দ্ধন করেন এবং ক্ষত্রিয় বরুণ, দুষ্টদিগের দণ্ড বিধান করেন। অগ্নি পুরাণের

(৫১ । ১) আছে ভগবান সূর্য্যদেবের দক্ষিণে কুণ্ডী, মসী ও লেখনী লইয়া সকলের সুখ বর্দ্ধনের জন্য দণ্ডায়মান এবং বাম দিকে পিঙ্গল, দণ্ড লইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন। এখন চিন্তা করিয়া দেখিলে বাজসনেয়ী সংহিতার ঐ মিত্রাবরুণের কর্ম্মের সহিত কি চিত্রগুপ্তের কর্ম্মের মিল হয় না ? ঐ মন্ত্রটী এই—

"আরোহতং বরুণ মিত্র গর্ত্তং।"

শুক্ল যজুর্ব্বেদ ১০ । ১৬

ইহার ভাষ্যে মহীধর বেদদীপে বলিয়াছেন 'হে মিত্র ত্বং সখীবৎ পালক' দয়ানন্দ বলিয়াছেন "হে মিত্র। ত্বং রাজন্যস্য ইষবঃ (শতপথ ৩। ৪। ৪) ইষবো বৈ বিষবঃ (শাস্ত্রাস্ত্র নামুপ লক্ষণ ত্বাৎ সুখ স্বরূপ-ত্বাদ্ যৎ কায়স্থঃ) প্রকাশকা সদা ভবেযুবিতি।" অর্থাৎ হে মিত্র। তুমি রাজার ইষব সদৃশ। শতপথ ব্রাহ্মণে ইষব শব্দের অর্থ বিষব করিয়াছে। (শাস্ত্রাস্ত্র এই উপলক্ষণে এবং সুখ স্বরূপত্বের জন্য যে কায়স্থ) সেই তুমি সর্ব্ব প্রকাশক হইয়াছ। শতপথ ব্রাহ্মণেও ঠিক্ ঐ ভাবে ব্যাখ্যা আছে। যথা—

"বাহু বৈ মিত্রাবরুণৌ পুরুষো গর্ত্তঃ। বীর্য্যং বা এতদ্রাজন্যস্য যদ্বাহূ বীর্য্য বা অপাং রস।"

মাধ্যান্দিন ব্রাহ্মণ ৫। ৪ ।১। ১৫

অর্থাৎ অভিষিক্ত রাজার মিত্র ও বরুণ দুই বাহু স্বরূপ। কেন না ক্ষত্রিয়ের এইরূপ এক বাহু বীর্য্য রস (সুখদায়ক) এবং অপর বাহু পূর্ণ বীর্য্য সম্পন্ন। ফলতঃ ক্ষত্রিয়ের যেমন অস্ত্রের প্রয়োজন সেইরূপ লেখনীরও প্রয়োজন অতএব চিত্রগুপ্তের লেখনী ধারণে ক্ষত্রিয়ত্ব ছাড়া শূদ্রত্ব প্রমাণিত হয় না।

চন্দ্রিকার ৫১ পৃষ্ঠায় আছে "শাস্ত্রনিচয়াভ্যাং নিশ্চীয়তে ন বঙ্গীয়া ঘোষবস্বাদয়ো ব্রাত্য ক্ষত্রিয়া ইতি।" অর্থাৎ শাস্ত্র সমূহের দ্বারা লিখিত হইল যে, বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নহে।' নিশ্চয়ই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। চন্দ্রিকার ৮৩—৮৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় জন্য কুলদীপিকার নাম করত সম্বন্ধ নির্ণয় ধৃত যে সমস্ত বিকৃত বচন গ্রহণ করিয়া শূদ্র বলিয়া অনেক ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক বাক্য পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত কি দেখুন। তদ্যথা—প্রথমেই মকরন্দ ঘোষের পরিচয় দিতে ৪র্থ শ্লোকটী বাদ দেওয়া হইয়াছে ঐ শ্লোকটী এই—

"স সৌকালীন গোত্রজঃ শৈব এব তদ্ গোত্র দেবতা
কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্য, সূর্য্যধ্বজ ধরঃ ইহাপি
শূরাগ্রগণ্যঃ॥" ৪

এই সূর্য্যধ্বজের বংশধর সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, ইহা হইলেই যে মকরন্দকে বিখ্যাত নামা ক্ষত্রিয়ের বংশধর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কেননা—

সূর্য্যধ্বজো রোচমানো নীল শ্চিত্রায়ুধস্তথা॥ ১০
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়া প্রথিতা ভুবি॥ ২৪ "
আদিপর্ব্ব ১৮৬ অঃ

অর্থাৎ হে ভদ্রে দ্রৌপদি! তোমাকে লাভ করিবার জন্য প্রথিত নামা ক্ষত্রিয় সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল ও চিত্রায়ুধ আগমন করিয়াছেন। বসুর পরিচয়ে তৃতীয় শ্লোকটী বাদ পড়িয়াছে কেন না তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাকে পৌরব ক্ষত্রিয় স্বীকার করিতে হয়।

"সচ চৈত্র কুলাম্বুজ সোমসমঃ গৌতম গোত্রতঃ শ্রী দক্ষ শিষ্যো মহাত্মা ॥"

অর্থাৎ তিনি চৈত্রকুলের পদ্ম এবং চন্দ্র স্বরূপ মহাত্মা শ্রীমান্ দক্ষের শিষ্য গৌতম গোত্রজ।

"সচেদি বিষয়ং রম্যং বসুঃ পৌরব নন্দনঃ।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জগ্রাহ রমণীয়ং মহীপতি ॥"

মহাভারত ১।৬৩।২

অর্থাৎ পৌবব নন্দন বসু ইন্দ্রেব উপদেশানুসারে রমণীয় চেদি রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তিনি সেই স্থলের আধিপত্য লাভ কবিয়া প্রজাদিগের চিত্ত রঞ্জন কবিয়াছিলেন।' এই বসুর বংশধরই যে দশরথ বসু, ইহাতে আর সংশয় কোথায়? অতঃপর "বিভাতি মিত্র বংশসিন্ধুঃ কালিদাস চন্দ্রকঃ।'' এই বাক্যে কালিদাস যে চন্দ্রবংশীয় মিত্র কুলের বংশধর, সেই জটিলার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া তিনটী শ্লোকই যথার্থ ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গুহ বংশের পরিচয়ে শ্লোক তিনটী স্থলে প্রথম চরণদ্বয় নূতন গঠন কবিয়া দ্বিতীয় চরণদ্বয় লইয়া শ্লোক করিয়াছেন। তৎ-প্রথম চবণদ্বয় এইরূপ "অয়ং গুহ কুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্।'' কিন্তু প্রকৃত কুলদীপিকায় ঐ চরণদ্বয় এই ভাবে আছে, যথা অয়মগ্নি কুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্। এখন দেখুন এই "অয়মগ্নি কুল কোথায় কোন ক্ষত্রিয় বংশে পাবে, সুপ্রসিদ্ধ চিতোরের মহারাণাগণ আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশীয় অগ্নি কুলসম্ভূত বলিয়া পবিচয় দিয়া থাকেন। এই অগ্নিকুল সূর্য্য বংশের কোন শাখা? বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় ইক্ষাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমি, বশিষ্ঠ শাপে বিদেহ হইলে অবাজকতারভয়ে মুনিগণ ভীত হইয়া অরণী মন্থন কবেন, তাহাতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম জনক এবং তিনি অগ্নিতে জন্মেন বলিয়া রাজস্থানের নীলপীট নামক গ্রন্থে ঐ বংশকে

অগ্নিবংশ বলে। জনকের উৎপত্তি এইরূপ।—"অপুত্রস্য চ তস্য ভূভুজঃ শরীরমরাজক ভীতবন্তে মুনয়োহরণ্যাং মমথুঃ॥ ১০ তত্র কুমার* জজ্ঞে। জননাজ্জনক সংজ্ঞাঞ্চাসাববাপ॥ ১১ বিষ্ণুপুরাণ (৪।৪।৫) এই জনকের বংশেই যে শুহবংশের উদ্ভব হইয়াছে তাহা কাশ্যপ জনক ও শুহের পরিচয়ে "কাশ্যপ গোত্রসম্ভবঃ" এইরূপ প্রয়োগ থাকাতেই বুঝা যাইতেছে। কেননা গোত্র প্রবরমঞ্জরীতে† আছে "তত্রদ্বিবিধা ক্ষত্রিয়াঃ কেষাঞ্চিন্মন্ত্র কৃতো ন সন্তি। কেষাং চিৎসন্তি। যেষাং সন্তি আত্মীয় মেব তে প্রবৃণীবন্ যেষাংতু ন সন্তি তে পুরোহিত প্রবরান্ প্রবৃণীয়োম্বিতি॥" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের দুই প্রকার গোত্র ও প্রবর, যাহাদের বংশে বেদ মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি জন্মেন নাই এবং যাহাদের বংশে জন্মিয়াছেন। অথবা যাহাদের আত্মীয় মন্ত্রবিৎ তাহাদের বংশে তিনিই গোত্রপ্রবরের ঋষি। যাহাদের বংশে ইহার অভাব সেই বংশে পুরোহিতই গোত্র, প্রবরের ঋষি হইয়াছেন। অগ্নিকুলের ১ম ঋষি কশ্যপ তৎপুত্র সূর্য্য, তৎপুত্র শ্রাদ্ধদেব, তৎপুত্র ইক্ষাকু তৎপুত্র নিমি তৎপুত্র জনক ইনিই কাশ্যপ তস্তথা—

"দৃপ্তবালাকি র্হানূচানো গার্গ্য আস। স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্মতে ব্রবাণীতি। সে হোবাচাজাত শত্রুঃ সহস্র মেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি॥" কাম্বায়ণ শ্রুতি ২।১।১

---

* পুরাণান্তরে কুমার এই স্থলে পবমানঃ এইরূপ পাঠ আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের (৩০।১০) মন্থন অগ্নির নাম পবমান এই নির্দ্দেশ আছে। ইহাতে বোধহয় রাজপুতগণ ঐ অর্থেই অগ্নিকুল বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অপিচ ঋগ্বেদের (৫।২।১) মন্ত্রের ভাষ্যেসায়ণ কুমার অর্থ অগ্নি করিয়াছেন। ইহাতেও নিমির অগ্নিকুলে উৎপত্তি হয়।

† গোত্র প্রবর মঞ্জুরী বহু প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা বোম্বের আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়া এক খণ্ড এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে।

অর্থাৎ অতিশয় গর্ব্বিত গর্গ গোত্রীয় বলাকার তনয় একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় অজাত শত্রু জনক রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন 'আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিব। ইহা শ্রবণ মাত্রই অজাত শত্রু সহস্র গাভী প্রদান করিলেন, তাঁহাকে বলিলেন। তিনি এইরূপ দাতা ছিলেন বলিয়া লোক সকল তাঁহার নিকট ধাবিত হইত। এখন ইহাঁর গোত্র বঙ্গীয় অগ্নিকুলোদ্ভব গুহের গোত্র এক হইয়া যাওয়ায় সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হইল। দত্তবংশ। এই বংশ পরিচয়ের জন্য একেবারে নূতন শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্‌যথা—

"অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যকৃতী,
সুদত্ত কুলসম্ভবো নিখিল শাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো,
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্।"

সকলেরই পরিচয় অন্য ব্যক্তি দ্বারা কথিত হইয়াছে, কিন্তু দত্তের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছিলেন যথা—"প্রভুর রাজ্য দর্শনের জন্য আসিয়াছি" এই কথা বলায় ও ব্রাহ্মণের দাস স্বীকার না করায় ঐ দুর্ব্বিনতার জন্য নৃপতি তাঁহাকে নিষ্কুল করিলেন। কেমন সুযুক্তি! এই কুলটা কি আদিশূর রাজা দিয়াছিলেন? না বল্লালসেন নৃপতি কৌলীন্য, মর্য্যাদার বিধান করিয়াছিলেন? কুল কি কাহারো দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে? যে বংশে কুল আছে সেই বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনিই কুলীন। যাহাতে অনভিজ্ঞ তদ্বিষয় হস্তক্ষেপ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। কুল কিরূপে হয় পাঠকগণ দেখুন।

"সর্ব্বে রূপমভবং তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি তেনহবাব তৎকুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য।" [কাষায়ণ আরণ্যক ১।৫।২১]

অর্থাৎ যে পুরুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রাণরূপতা বিদিত হয়েন, তাহা হইতেই কুল। এবং উত্তবকালে তৎকুলে যিনি জন্মেন তিনিই কুলীন। এই কুল, ইহা শূদ্র পাইয়াছে এরূপ কেহ এপর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহা বেদ অধ্যয়নে কি ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চায় লাভ হয় না, ইহা ঐরূপে লাভ করিতে হয়। উহা পৃথক্ বস্তু এতৎ সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডে (১০০।৬৭) এবং সভাপর্ব্ব (৫।৪৬) ও সম্মুখেও প্রত্যক্ষ করুন।

"বেদিতিহাস ধর্ম্ম শাস্ত্রার্থ কুলীন মব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ॥"

বিষ্ণুধর্ম্ম সূত্র (৩।৪৯)

অর্থাৎ বেদ-বেদাঙ্গ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থজ্ঞ, কুলীন, তপস্বিজনকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবে। কুলীন কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি কুলীন ক্ষত্রিয়ের বংশধরই না হইবেন, তবে আরও অন্যজাতি ছিল কৈ রাজা ত তাহাদের কাহাকেও কুলীন করেন নাই? কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করিলেন কেন? যাহা হউক এখ পুরুষোত্তম দত্তের প্রকৃত পরিচয়টা কুলদীপিকা হইতে দেখান যাইতেছে।

"অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তস্য কুলোদ্ভবঃ,
সুদত্ত বংশদীপকঃ সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদঃ।
মহাকৃতিঃ মহামানীচ কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ,
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥
সচৈশকসেনাধরো শৈববরঃ
রথিনাঞ্চ রথী চ মৌদ্গল্য গোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী,
পিণাকপাণি কুল দেবতা চ॥"

অর্থাৎ—"এই পুরুষোত্তম, অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব, সুদত্তের বংশদীপক, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহাকৃতি, মহামানী এবং কুলশীলদিগের শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের রক্ষণের জন্যই বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। তিনি শকসেন কুলজাত (সাঙ্কাশ্যায়ন) শৈবধর্ম্মী, রথিদিগের মধ্যে মহারথী, তিনি মৌদ্‌গল্য গোত্র সম্ভূত শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্ বল ও তেজসম্পন্ন পিণাকপাণি শিব তাঁহার কুল দেবতা।' এই শকসেন বা সাঙ্কাশ্যায়ন দত্তবংশও সূর্য্য বংশীয়। এতৎ সম্বন্ধে রামায়ণের (১।৭১।১৯) আছে সীরধ্বজ জনক, দশরথকে বলিতেছেন, "আমার কনিষ্ঠ শূরধ্বজকে সাংকাশ্যরাজ সিংহাসনে অভিষেক করিয়াছি, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ তথায় অবস্থান করিতেছে।" অবশ্য একথা বলিতে পারেন যে শাস্ত্রে যখন শূরধ্বজ কাশ্যপ গোত্রীয়, তাহা হইলে পুরুষোত্তম দত্ত মৌদ্গল্য গোত্রীয় কি করিয়া হইলেন। ইহাও পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে বেদমন্ত্র দ্রষ্টা আত্মীয় গোত্র প্রবরের ঋষি হইতে পারেন, এইস্থলেও তাহাই হইয়াছে। তবে কি জন্য হয়? এতদ্বিষয় সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের (৪।৩১।১) মন্ত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন যাহার পুত্র নাই তাহার জ্যেষ্ঠ কন্যার প্রথম পুত্র, পিতৃকুলে থাকিয়াই মাতামহ কুলের সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে।' ফলতঃ সাঙ্কাশ্যদত্ত বংশ এই প্রকার মুদ্‌গল বংশের দৌহিত্র প্রযুক্তই তদ্‌গোত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, ইহাই অনুমান হয়। এখন আবার ক্ষত্রিয়ত্বের বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা যে বঙ্গে আসিলেন তাঁহারা এক পত্তি আসিলেন কেন? পত্তি ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারাই গঠন করিবে। কায়স্থগণ যদি শূদ্রই হইবেন তবে তাহাদিগকে পত্তিভুক্ত করা হইল কেন? সে দেশে ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অস্ত্রধারী জাতি ছিলনা কি? ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উত্তর জাতির ইতিহাস লেখক মহাত্মা ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন।

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রাধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গো যানারোহিণো বিপ্রাঃ পংক্তিবেশ সমন্বিতাঃ॥"

মহাবংশাবলী

অর্থাৎ প্রধানগণ * (কায়স্থগণ) কেহ হস্তী, কেহ অশ্বে কেহ পাল্কীতে অবস্থিত এবং ব্রাহ্মণগণ গো-শকটে আরোহণ করত একপংক্তি সমন্বিত হইয়াছিলেন। এতাবতাপ্রমাণ বিচারে স্থির হইল যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের বংশধর, তবে উপনয়নাভাব প্রযুক্ত শাস্ত্রের অনুশাসনে ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রিকার ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা যদি উভয় সন্ধ্যা না করে, (মহাঃ অনু ১০৪।১৯) দাম্ভিক, দুস্কুলজাত অপ্রাজ্ঞ হয় (বন ২১৬।১৪) হিংসক, মিথ্যাবাদী, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করে, কৃষ্ণবর্ণ শৌচাচার পরিভ্রষ্ট, শান্তি (১৮৮।১৩) মতে তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই পতিত ত্রিবর্ণই শূদ্র, ইহারা রাজার কাছে থাকিত বলিয়াই শেষে কায়স্থ হইয়াছে। সিদ্ধান্ত ভূষণের রূপটী অগ্রে সন্দর্শন করিতে পারিলে তাঁহার জাতিটা বুঝিয়া তৎপর ইহার উত্তর করাই সঙ্গত। এরূপ মহামূর্খের আর কি প্রতিবাদ করিব। ইহা পাগলে শুনিলেও হাসিবে যে যত সব মন্দ লোক তাহারাই রাজার কাছে থাকিয়া কায়স্থ হইয়াছে। ধিক্ তোমার পাণ্ডিত্যে। এই সকল নিন্দিত লোকই যে কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল প্রত্যক্ষ ও ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে উহা উপেক্ষিত হইল।

* ধ্রুবানন্দ কায়স্থদিগকে প্রধান লিখিয়াছেন। রাধানন্দ শূদ্র এই কথা প্রয়োগ করিয়াছেন।

চন্দ্রিকার ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "যদি ঘোষবস্বাদয়ো ব্রাত্যা ক্ষত্রিয়াভবেয়ুস্তর্হিতে মরণে উদকাদিদাতারোঽশৌচাদি ভাগিনশ্চ ন স্যুঃ।" অর্থাৎ যদি ঘোষ বসু প্রভৃতিরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইবে তবে প্রেতক্রিয়া তর্পণ ও অশৌচে অধিকার থাকিত না। পূর্ব্বে (৭।১৪১।১৫) শ্লোক হইতে দেখান হইয়াছে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। এই বৃষ্ণি কুলেই কংসের জন্ম হইয়াছিল। কৃষ্ণ তাঁহাকে নিধন করিলে তাঁহার প্রেতক্রিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ হইয়াছিল তাহা বিষ্ণু পর্ব্বের ৩২।২৭-৩৩ শ্লোক দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে সংস্কৃত ক্ষত্রিয়ের প্রেতক্রিয়ায় যেরূপ হইয়াথাকে কংসের তাহার কোন অংশে ন্যূন ছিলনা। ইহা দ্বারা ব্রাত্যের উদক-দানাদি রাহিত্য খণ্ডিত হইল।

অতঃপর ৬৭-৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "কায়স্থগণ তবে কি জাতি। সমুন্নত শূদ্র। ইহাও দ্বিবিধ এক প্রকার ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া অন্য প্রকার রাজার অনুগ্রহে, এই শেষোক্ত শূদ্রগণ, শূদ্র, নন্দ রাজার সময় রাজ অনুগ্রহ পাইয়া কায়স্থ এই আখ্যা ও বিদ্যাবত্তাদিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় বঙ্গীয় কায়স্থগণ, দ্বিতীয় সম্প্রদায় গয়া প্রদেশের লালা কায়স্থ।" শূদ্র যে ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণাভাব। দ্বিতীয় শূদ্র নন্দরাজার স্বজাতি প্রেমিকতায় শূদ্রজাতি কায়স্থ হইয়াছে, তাহারই বা প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই কেন? নন্দগণ খৃষ্টের জন্মিবার প্রায় ৩৫০ সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজা হইয়াছিলেন, তাহারও বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদিশাধিপতি মহা-রাজাশূদ্রক, যিনি রাজা ভগীরথের বংশ গৌরব রক্ষার জন্য মৃচ্ছকটিক নাটক লিখিয়াছেন তিনিও তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে কায়স্থকে বিচারকের সহকারিত্বে উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় লালা কায়স্থ •কোন-

রূপেই শূদ্র সিদ্ধ হয় না। বঙ্গবাসী কি লালা কায়স্থ কেন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কায়স্থই শূদ্রবংশ সম্ভূত নহে। বঙ্গীয়, চিত্রগুপ্তজ, সূর্য্যধ্বজ, শকসেন কায়স্থের পূর্ব্বেই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ বাস্তব্য কায়স্থের পরিচয়ে অগ্নিপুরাণে (২৭।৩।২০) এই রূপ আছে যে "যুবনাশ্বচ্চ শ্রাবস্ত পূর্ব্বে শ্রাবস্তিকাপুরী॥" অর্থাৎ সূর্য্য-বংশীয় প্রথম যুবনাশ্বের পুত্র হইতে শ্রাবস্তি রাজ্য ও ব.শ স্থাপিত হইয়াছে। মাথুর কায়স্থ সম্বন্ধে শত্রুঘ্নের সন্তান বলিয়া স্থির করা যায় এতৎ সম্বন্ধে বিষ্ণু পুরাণে (৪।৪।৪৬) আছে শত্রুঘ্ন, লবণ রাক্ষসকে নিহত করিয়া তথায় স্বীয় বংশস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রভু কায়স্থ ইহারাও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। প্রভুগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ধ্রুববংশী সূর্য্যব.শী, ও চন্দ্রবংশী এতদ্বিবরণ স্কন্দ পুরাণের (২৭ ও ৩০) অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আছে। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে স্থির হইল যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন কায়স্থ শূদ্র নহে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়।

চন্দ্রিকার ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "শূদ্রানাং দ্বিজবত্বং মানার্হত্বং দশরথেন যুধিষ্ঠিরেণ চ তেষামামন্ত্রণমাকলয্য গৌড়ীয়ো রাজা আদিশূরোঽপি পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কান্যকুব্জাধিপ বীরসিংহস্য সমীপে সচ্ছূদ্রৈঃ পঞ্চ ব্রাহ্মণানাম-ন্ত্রয়ৎ" অর্থাৎ শূদ্রদিগের দ্বিজসদৃশত্বে সম্মানার্হত্বে দশরথ ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আমন্ত্রণ জানিয়া গৌড়রাজ আদিশূরও পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কনোজেশ্বর বীরসিং-হের নিকটে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ শূদ্রের আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।'

রামায়ণের (১।১৩।২০) ও মহাভারতের (২।৩৩।৪১) মহারাজ দশরথ ও যুধিষ্ঠির আপনাপন সাম্রাজ্যের চতুর্বর্ণের সহিত সর্ব্ব সাধারণকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ইহাই আছে। সিদ্ধান্তভূষণিবুদ্ধিতে আদিশূরের ন্যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য পরিত্যাগ করিয়া একেবারে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের জন্য কেহ কখন

কোন যজ্ঞাদিতে নিমন্ত্রণ করেন নাই, এরূপ শাস্ত্র বা ইতিহাস প্রমান দেখিতে পাওয়া যায় না। কুলদীপিকায় এই "ভূমিদেবান্ স শূদ্রান্" পাঠ দেখিয়া যে কায়স্থ দিগকে শূদ্র অভিহিত করিতেছেন উহার পাঠ মূল-গ্রন্থে ওরূপ নহে ঐ স্থলে 'সবীরান্' এইরূপ পাঠ আছে। বিশেষতঃ মহাবংশাবলীতে আমন্ত্রণ পত্র এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় "সুজিত সুগন্ত-বৃন্দে বঙ্গবাজো মদীয়ে, দ্বিজকুলধর জাতাঃ সানুকম্পা প্রায়ন্ত।" এক্ষণ এই দুই আমন্ত্রণ পত্রের তুলনা করিলে কি সুজিত ও সবীবান্ বাক্যের সহিত দ্বিজকুলধরজাতার সমন্বয় করিলে সুসংস্কৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব জন্য প্রর্থনা বুঝায় না ? এতদ্ব্যতিত যখন আদিশূর নৃপতি ব্রাহ্মণদিগকে আনিতে পারিলেন ইঁহারা সেই আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ তখন সঙ্গীয় বীর দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি-লেন আপনারাও কি এই সঙ্গে আসিয়াছেন। উত্তরে কায়স্থগণ বলিলেন "কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূরা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরানাম্।" হে নৃপতে। আমরা পঞ্চ বীর ও ব্রাহ্মণদিগের কিঙ্কর কোলাঞ্চ দেশ হইতেই আসিয়াছি। সিদ্ধান্ত ভূষণ এই পঞ্চশূরা পরিবর্তে "পঞ্চ শূদ্রা" প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র একেবারে পদদলিত করিয়াছেন। কেন না যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রে রহিয়াছে "বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য, বৈশ্যের দাস শূদ্র এই অনুলোমক্রমে হইবে। শূদ্রের দাস বৈশ্য ইত্যাদি প্রতিলোমক্রমে হইবে না। ফলতঃ এভাবেও সুন্দররূপে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রতিপাদিত হইতেছেন। সিদ্ধান্ত-ভূষণ এই কিঙ্কর ভূসুরানাম কথাটার বিরুদ্ধে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে গৌরবার্থ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলেও সত্ত সত্য তাহা বলা হয় না।' হে ব্রহ্মণ্য দেব। আপনি কি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন ? হে সত্য সনাতন দেব। আপনার নামে যাহারা ভবের হাটে বিক্রিত হইয়া-

থাকে তাহারাই কি না আজ কিরূপে মিথ্যা প্রয়োগ করিলে তাহাতে দোষ হয় না, তাহারও পথ দেখাইয়া দিতেছে। অতএব হে কায়স্থ মণ্ডলি! আপনারা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখুন সিদ্ধান্তভূষণ আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে যে কিছু শাস্ত্র ও ইতিহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সমস্তই খণ্ডিত হইয়াছে। এবং আপনাদের প্রাচীন মহাপুরুষগণ বিশুদ্ধ সংস্কারে সংস্কৃত থাকায় এক্ষণে তাহার অভাবে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্ব জন্মিয়াছে। এই ব্রাত্যতা হইতে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ যে ভাবে অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং কোন কোন স্থলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও উপনীত হইয়াছেন তাহাও এই পুস্তকে বিশদভাবে বিবৃতি করিয়াছি। এখন আমাদের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের বিরুদ্ধে চন্দ্রিকার প্রথম প্রভায় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তেচ্ছুদিগের চক্ষে যে ভাবে ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা পরিষ্কার জন্য অগ্রসর হইলাম।

চন্দ্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "তাণ্ড্য শ্রুতৌ নিন্দিতানাং কনীয়সাং জ্যায়সাঞ্চ ব্রাত্যানাং যথাক্রমং ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তং সবিস্তরং প্রতিপাদিতং হীনাচারানাস্তনোক্তং।" অর্থাৎ তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে নিন্দিত, কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ব্রাত্যের যথাক্রমে ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত সবিস্তার প্রতিপাদিত হইয়াছে, হীনাচার ব্রাত্যগণের সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নাই।' এখন বক্তব্য এই যে, যিনি শাস্ত্রবিৎ নহেন এবং নিন্দিত ও হীনাচারির অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তিনিই ওরূপ বিদ্বেষ বুদ্ধির, প্রেরণায় অশাস্ত্রীয় বাক্য বলিয়া থাকেন। নতুবা তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের (১৭ । ১ । ২) উক্ত আছে 'যে সমস্ত ব্রাত্য ব্রহ্মচর্য্য, কৃষি ও বাণিজ্য করে না তাহারা হীন বা হীনাচারি ব্রাত্য, তাহারা ষোড়শ স্তোম করিবে', (১৭ । ১ । ৯) উক্ত হইয়াছে যাহারা অদীক্ষিত হইয়া দীক্ষিতের

ন্যায় ব্যবহার করে ব্রাহ্মণদিগকে কটুবাক্য বলে ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তাহারা গরগিবঃ বা বিষকণ্ঠ ব্রাত্য ইহারা চারিটী ষোড়শ স্তোম করিবে (১৭। ২ ।৬) নিন্দিতা ব্রাত্যের ছয়টী ষোড়শস্তোম (১৭। ৩। ১) কনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বকৃত ব্রাত্যের দুইটী ষোড়শ স্তোম, (১৭। ৪। ১) জ্যেষ্ঠ ব্রাত্যের স্তোমের বিধান আছে কিন্তু কয়টী তাহার বিধান নাই। পাঠকদিগের সংশয়চ্ছেদন জন্য ঐ উভয় ব্রাত্যের শ্রুতিটুকুও এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রবসন্তি নহি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি ন কৃষিং ন বণিজ্যা ষোড়শো বা এতৎ স্তোমঃ সমাপ্তু মর্হতি'। এই হইল হীনাচার ব্রাত্য এবং 'অথৈষ ষট্ ষোড়শী যে নৃশংসা নিন্দিতাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেযু স্ত এতেন যজেরন॥" এই হইল নিন্দিত ব্রাত্য ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত। এস্থলে পাঠকগণ বিচার করুন,—নিন্দিত ও হীনাচার ব্রাত্য উভয়ে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই বিশেষতঃ প্রায়শ্চিত্ত আছে সাম বেদের কুথুমি শাখীর ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্যশ্রুতি এবং উহার শ্রৌত সূত্র লেখক লাট্যায়ন। এই লাট্যায়নের শ্রৌত সূত্র ঐ সকল ব্রাত্যবিধির সার লইয়া কি বলিতেছেন দেখুন।

"যে কে চ ব্রাত্যাঃ সম্পাদয়েযু স্ত প্রথমেনযজেরন্ ।২
ব্রাহ্মণেনেতর উক্তা ॥৩''

লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্র ৮ প্রপাঃ ৬ কং।

উপরোক্ত সূত্র দ্বয়ের ভাবার্থ এই—হীনাচার, গরগির, নৃশংস, কনিষ্ঠ, ও জ্যেষ্ঠ ইহার যে কোনরূপ ব্রাত্য স্তোম করিবে।২ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ঐ সকল ইতর ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে।৩ এই শাস্ত্র বাক্যের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ভূষণ অবলীলাক্রমে বলিলেন কিনা 'হীনাচার ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্ত কথা শ্রুতিতেনাই।' হীনাচার ব্রাত্যের কি প্রয়োজন? কায়স্থগণ কি

হীনাচার সম্পন্ন ? তাঁহারা কি স্বীয় ক্ষত্রিয় যথোচিৎ প্রজাপালন, কি দেশ শাসন করেন না ? তাঁহারা অথর্ব্ববেদের ১৫ কাণ্ডোক্ত বিদ্বান্ ব্রাত্য। তাঁহারা স্বীয় ক্ষত্র যথোচিৎ প্রজাপালন, দেশশাসন, ব্রাহ্মণ রক্ষণ ও আর্ত্তের ত্রাণ করিয়া থাকেন। এই বিদ্বান্ ব্রাত্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান খুঁজিতে হইবে না। প্রশ্নোপনিষদের (২।১১) শ্রুতিতে ব্রাত্যকে প্রাণের ন্যায় পবিত্র বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। উহার বৃত্তিকার বলিয়াছেন "কিঞ্চ প্রথমজত্বাৎ সংস্কর্ত্তুরভবাৎ অসংস্কৃতঃ ব্রাত্যঃ ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ।" ইহার ভাবার্থ এই যে হে ব্রাত্য তুমি কিরূপ ?—শ্রেষ্ঠ। অনুসংস্কর্ত্তার অভাবে অসংস্কৃত কিন্তু তুমি ইহাতে স্বভাবত শুদ্ধই রহিয়াছ। "ঠিক এই প্রমাণের বলে প্রাচীনকালে গর্গ প্রভৃতি মহর্ষি বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপ্লাবিত ব্রাত্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য করিয়াছেন। ঠিক্ এই প্রমাণের বলেই কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, কোশল প্রভৃতি সুসংস্কৃত ক্ষত্রিয় বংশের সহিত বৃষ্ণি ও অন্ধক ব্রাত্যক্ষত্রিয় বংশের বৈবাহিকাদি আদান প্রদান হইয়াছিল। বঙ্গীয় কায়স্থগণও তদাদর্শে প্রাচীনকালে পাঞ্চাল, উত্তর কর্ণাট ও মিথিলা প্রভৃতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, এখনও সেই আদর্শ, অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণের ন্যায় উপনয়ন গ্রহণ করিতেছেন। এই জন্যই হীনাচার ব্রাত্যের উল্লেখ করা অবান্তর হইয়াছে।

চন্দ্রিকাকার ইহার পর পুনরায় তদ্‌গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠাধৃত তাণ্ড্যমহা ব্রাহ্মণের ১৭।১।১ শ্রুতির "দেবা বৈ স্বর্গং লোকমায়ং স্তেষাং দেবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তঃ" এই অংশটুকু এবং স্বমতানুযায়ী সায়ণভাষ্যাংশ লইয়া বলিয়াছেন যে "মরাপত্তস্বাদিভির্নাম নির্দ্দিষ্ট তাণ্ড্যোক্ত ব্রাত্যাণাং কিঞ্চিন্মোক্ত পরন্তু মন্বাহ স্তা ব্রাত্যা এতেষেবান্ত ভবন্তীতি ন বেত্তি সুধিভির্ভাব্যমিতি।"

এই দুইএর মর্ম্মার্থ এইরূপ করিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে দেবগণ ইহলোকে অবস্থানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যাহারা দেবগণের পরিচারকছিল, তাহারা, দেবগণ স্বর্গে চলিয়াগেলেপরে ব্রাত্য অর্থাৎ আচার হীন হইয়া প্রবাসে থাকিয়া এই পৃথিবীতেই অপরের পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছিল।" মনু, আপস্তম্ব প্রভৃতি এই তাণ্ড্যোক্ত ব্রাত্যের বিশেষরূপ নামকরিয়া কিছুই বলেন নাই, কিন্তুমন্বাদ্যুক্ত ব্রাত্য তাণ্ড্যোক্ত ব্রাত্যেরই অন্তর্গত কি না? তাহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। সিদ্ধান্তভূষণ যদি শাস্ত্র পড়িয়া এইরূপ লিখিয়া থাকেন ত'বে কায়স্থজাতিকে জব্দকরিব' এইরূপ মনে করিয়া শাস্ত্রবাক্য গোপনকরত পদদলিত করিয়াছেন, অথবা যদি অন্যের উদ্ধৃত বাক্যের পর এইরূপ লিখিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে তাহার অজ্ঞতা এইস্থলেই প্রকটন করিব। কিন্তু ঐ শ্রুতি যে অন্যের উদ্ধৃতাংশ তাহা বোধহয় না। কেননা যে সায়ণভাষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন উহা আত্মমত বলবৎ রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অনেক-কথা তুলিয়া দিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। ভাষ্য-কারের জন্য এত ভাবনা কেন? শ্রুতি যদি তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইত তবে তাহাই কেন সম্পূর্ণ উদ্ধার করিলেন না? কিন্তু তাহাতে বড গোল। যেহেতু তাহাতে মনু, আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্রকার দিগের কথিত বেদহীন ব্রাত্যের সঙ্গে উক্ত শ্রুতির ব্রাত্য এক হইয়া পড়িত এবং ষোড়শী স্তোমের ব্যবস্থাও থাকিত, তাই এই খেলা। এখন পাঠকদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য সেই শ্রুতিটী সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া বেদহীনতা ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানটী দেখাইয়া দেওয়া যাউক—

"দেবা বৈ স্বর্গং লোকমায়ং স্তেষাং দৈবা অহীয়স্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্ত স্তু আগচ্ছন্ যতোদেবাঃ স্বর্গং লোকমায়ং স্তেনতং স্তোমৗচ্ছন্দোহবিন্দন্তেন তানাপ্নুংস্তে দেবা মরুতোহব্রুবন্নেতেভ্য স্তং স্তোমস্তচ্ছন্দঃ প্রাচ্ছিত

যেনাম্মানাপ্নুবানীতিতেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রায়চ্ছন্ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবন্ ॥"

তাণ্ড্য মহাব্রাং ১৭।৪।১

সুধিগণ। আপনারা অবশ্য দেখিতে পাইলেন, যে উপরোক্ত শ্রুতির ব্রাত্য (সিদ্ধান্তভূষণের সকলেরই পরিত্যক্ত আচারহীন ব্রাত্য) দেবসম্বন্ধি একতর প্রবাসী ব্রাত্য (সায়ণ আচার্য্যও দেবসম্বন্ধি ব্রাত্যই বলিয়াছেন) উহারা দেবগণের * জন্য ছন্দ অর্থাৎ বেদহীন হইয়াছিল, তাহাদের উদকস্পর্শে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু মরুত স্তোম করিলেই ব্রাত্যতা নষ্টহয়। কিন্তু তাণ্ড্যঋষি এই কথায় বাধা দিয়া ষোডশ স্তোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অপিচ আরো বলিয়াছেন যে যদি ইহাদিগকে পরোক্ষ ব্রাত্য মনেকরাযায় তবে এক অনুষ্টুভ্ স্তোমই সম্পাদন করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণে এই প্রবাসী ব্রাত্যের আরও লঘুতর প্রায়শ্চিত্তের প্রমাণ আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

"যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ। দিবমুপোদক্রামন্নথ যোঽয়ং দেবঃ পশুনা + মীষ্টে স ইহাহীয়ত তস্মাদ্বাস্তব্য ইত্যাহ র্বাস্তৌ হি তদহীয়তে ॥ ১

স ঐক্ষত। অহাস্ম্য হাস্তর্য্যস্ম্য মা যজ্ঞাদিতি সোঽনূচ্চক্রাম স আরতয়োত্তরত উপৎ .পেদেয়ু ॥ ৩

---

* শতপথ ব্রাহ্মণে আছে "বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ অবিদ্বাংসো বৈ মানুষাঃ।" এবং অথর্ব্বণ শ্রুতিতে বিদ্যা বেদবিদ্যা বলিয়াই কথিত হইয়াছে। অতএব তাণ্ড্যোক্ত প্রথম দেব বেদবিৎ সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, এবং এই অর্থে স্পষ্ট প্রামাণিত হইতেছে যে বিদ্বানগণ প্রবাসীদিগকে বেদ উপদেশ না করাতেই তাহারা ব্রাত্য হইয়াছে, তাহা হইলেই মন্বাদি স্মৃতির ব্রাত্যের সহিত ও শ্রুতির ব্রাত্য এক হইয়া যাইবে।

+ পশবো হি ইতি প্রজাস্বোপপত্তিঃ। পশূনাঞ্চ সাক্ষাদ্ দেবত্বম সিদ্ধমিতি 'শূদ্রা হি পশবঃ'। গৃহভোগ্যাঃ পশবস্ত এবেতি শূদ্রা পশবঃ। হবিস্বামী।

ত্তে দেবা অব্রুবন। মা বিস্রক্ষীবিতি ত্তে বৈ মা যজ্ঞান্ মান্তর্গভাহুতিং মে কল্পয়তেতি তথেতি স সম বৃহৎ স নী স্তত-সন কঞ্চনাহিনৎ ॥ ৪।

মাধ্যন্দিন ব্রাহ্মণ ১৬।১।১৭।

শ্রুতি সমূহের বঙ্গানুবাদ—বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞের দ্বারা দ্যুলোকে উত্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই যে দাতা, মনুষ্যগণের প্রভু, তিনি এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা (স্বর্গগত দেবগণ) তাঁহাকে (সেই-দানশীল নরপতিকে) ধাতব্য বলিয়া থাকেন, কেন না, তিনি বাস্তবে (যজ্ঞে) পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন ॥১

তিনি (সেই রাজা) দেখিতে পাইলেন, (এবং বলিলেন) 'আমি পরিত্যক্ত হইযাছি, আমাকে ইহারা যজ্ঞ হইতে বহিস্কৃত করিয়াছেন।' অনন্তর তিনি উঠিলেন এবং উগ্রতায় হইয়া উত্তর দিকে (দেবগণের-নিকটে) গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩

(তাই) বিদ্বান্‌গণ বলিলেন—(অস্ত্র) নিক্ষেপ করিবেন না। তিনি বলিলেন (তবে) আমাকে যজ্ঞ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমার আহুতি কল্পনা করুন। তাঁহারা বলিলেন—তাহাই হইবে।' তিনি (সেই অস্ত্র) সংহৃত করিলেন, আর ক্ষেপণ করিলেন না, এবং কাহাকে হিংসাও করিলেন না ॥৪''

এই যাগটী স্বিষ্টকৃৎ যাগ। ইহার পরের শ্রুতি সমূহে স্বিষ্টকৃৎ যাগের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে এস্থলে তাহার আর প্রদর্শনের প্রয়োজন করে না। ফলতঃ ঐ উভয় ব্রাহ্মণের শ্রুতিধৃত ঘটনা একই প্রকার থাকায় "পৃথক দুইটী শ্রুতি এক বলিয়া মনে হয়। ইহাতে এইটুকু সুবিধা হইল যে অন্যসংস্কর্ত্তার অভাব প্রযুক্ত ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত মরুতস্তোম অপেক্ষাও লঘু স্বিষ্টকৃৎ যাগ করিলেই হইবে। বিশেষতঃ এই শ্রুতি দ্বারা ১৩শ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পৌরাণিক সূর্য্যবংশীয় শ্রাবাস্ত শাখায় কোন রাজার কাহিনী

বলিয়াই অনুমিত হয়। বাস্তব্য কায়স্থগণ ভারতের সকল কায়স্থের মধ্যে অগ্রগণ্য, শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতিতে উহাদের বিদ্যা ও বীরত্বের গৌরব শতমুখে স্তুত হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ কায়স্থ সম্প্রদায় বহু পুরুষ যাবৎ উপবীতাদি বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া আসিতেছেন, এখন শ্রুতিতে দেখা গেল বাস্তব্যগণ পূর্ব্বকালে অন্যসংস্কর্তাব অভাবে বেদহীনতা প্রযুক্ত ব্রাত্য হইয়া স্থিইকৃৎ যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা কায়স্থের, প্রজাদিগেরপর আধিপত্যকরা, অস্ত্রধারণ বেদত্যাগ ও গ্রহণ সবই প্রমাণিত হইল। এরূপ অবস্থায় যেসকল অজ্ঞ কায়স্থের অসিজীবিত্ব, বেদাধিকারিত্ব, ও ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করে না তাহাদের অজ্ঞত্ব দূরীভূত করার জন্য এই প্রতিরূপ অঞ্জন দেওয়া হইল। ইহাদ্বারা সিদ্ধান্তভূষণের শ্রুতি ও স্মৃতির ব্রাত্যের পার্থক্যসংশয়ও অপনোদিত হইল।

চন্দ্রিকার ১১শ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"ব্রাত্যযাজী তৎ সংসর্গী চ প্রায়শ্চিত্তার্হঃ।" অর্থাৎ যে, ব্রাত্যের যাজন ক্রিয়া করে কিম্বা তৎ সঙ্গ চলাকেরা করে সেও প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য।" একথাব উত্তর ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণেই প্রদর্শিত হইয়াছে, এস্থলে এইমাত্র বলা গেল ব্রাত্য পুরোহিতগণ কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই।

"চন্দ্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "অঙ্গিরোবচনাৎ পাপ নিশ্চয় বতোঽকৃত প্রায়শ্চিত্ত স্নানাদি ভোগবতঃ পাপ বৃদ্ধি শ্রবণাৎ প্রায়শ্চিত্তস্যাপি গুরুত্বমনিবার্য্যং অত উপপাতকমপি ব্রাত্যতা মহাপাতক রূপেণ পরিনংখ্যত ইতি।" অর্থাৎ অঙ্গিরাঋষির বচন হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে কোন বিষয়ের পাপ বুঝিতে পারিয়া যদি অকৃত প্রায়শ্চিত্ত থাকে তবে যাহা ভোগ করিবে তাহাতে পাপ বৃদ্ধি হয়। ইহাতে প্রায়শ্চিত্তেরও গুরুত্ব অনিবার্য্য, তখন ব্রাত্যতা উপপাতক হইলেও মহাপাতকরূপে

পরিণত হইবে।' পাপ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করেন এ সম্বন্ধে মৈত্রয়ানী সূত্রের ভাষ্যধৃত বৃদ্ধ মনুর বাক্যে আছে তাহার অর্থাৎ সেই পুরোহিতের শত ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্পর্শ করে অতএব ঋত্বিক্ই যদি অভাব হয় তবে পূর্ব্বোক্ত ২।১১ প্রশ্নোপনিষদ্ বাক্য অনুসারে গুরু পাতক দূরের কথা তাহাতে আদৌ পাপ স্পর্শে না।

চন্দ্রিকার ১৮ পৃষ্ঠায় আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্রের ১।২।৫ সূত্রানুসারে লিখিয়াছেন "এবমপি প্রপিতামহাদিক ব্রাত্যানাং মানবকানাং শ্মশান সদৃশানাং সমীপে-বেদাধ্যয়ন ন কার্য্য মিতি।" অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে নীচে চারি পুরুষ ব্রাত্য হইলে চতুর্থ পুরুষ মানবক শ্মশানসদৃশ সে বেদাধ্যয়ন কার্য্য করিতে পারিবে না।' সিদ্ধান্তভূষণ প্রপিতামহকে প্রথম ব্রাত্য ধরিয়া নীচের দিকে আসিয়াছেন। কিন্তু ঐ সূত্রের ভাব তাহা নহে,—প্রপিতামহাদি বহু পুরুষের ব্রাত্যতাই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ আপস্তম্বের সিদ্ধান্তভূষণী অর্থ করিলেও ব্রাত্যবাঙ্গালীর কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

আপস্তম্ব যেমন কোন বিধান করেন নাই, ১৯ পৃষ্ঠায় তেমন পারস্কর গৃহ্যের ২।৫।৪৩ সূত্রে ব্রাত্যস্তোমের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এখন দেখা উচিত বঙ্গবাসী যজুর্ব্বেদীদিগের পক্ষে আপস্তম্বই প্রশস্ত না পারস্কর প্রশস্ত? সম্ভবতঃ পারস্করই প্রশস্ত; কেন না ভগবান জৈমিনী তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসায় এইরূপ বলিয়াছেন।—

"সর্ব্বত্র চ প্রয়োগাৎ সন্নিধান শাস্ত্রাচ্চ॥"

জৈমিনীদর্শন ১৩।১৪

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সকল বিধান প্রযুক্ত হইতে পারে যে বেদের সহিত যে কল্প সূত্রের নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।' এস্থলে পারস্করের সহিত শুক্ল-

যজুর্ব্বেদের সান্নিধ্য আছে কিন্তু আপস্তম্বের নাই, উহা কৃষ্ণযজুর অনুগত। অধিকন্তু কৃষ্ণযজুর্ব্বিধান আর্য্যাবর্ত্ত বহির্ভূত দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রচলিত। এ সম্বন্ধেও শৌনকাচার্য্যধৃত প্রাচীন ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

"অন্ধ্রাদি দাক্ষিণাগ্নেয়ী গোদাসাগরাবধি।
যজুর্ব্বেদস্তু তৈত্তির্য্য আপস্তম্বী প্রতিষ্ঠিতা ॥৬
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাশ্চ কানীমোগুর্জ্জবাস্তথা।
বাজসনেয়-শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা ॥" ৯

চরণব্যূহ-ভাষ্য।

অর্থাৎ অন্ধ্রদেশ হইতে দক্ষিণ, অগ্নি কোণে এবং গোদাবরী হইতে সাগর পর্য্যন্ত কৃষ্ণযজু অর্থাৎ তৈত্তীরীয়-সংহিতার আপস্তম্ভ শাখা প্রচলিত। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এবং কানীম তথা গুজরাট এই সমস্ত দেশে শুক্লযজু অর্থাৎ বাজসনেয়ী-সংহিতায় মাধ্যন্দিনী শাখা প্রতিষ্ঠিত। অতএব আপস্তম্ব বচন দ্বারা বঙ্গবাসী শুক্লযজু-পন্থী ব্রাত্য কায়স্থদিগের প্রায়শ্চিত্ত লইয়া তর্ক করা নিতান্ত অবৈধ। অবশ্য বঙ্গের বিদ্বান্ ব্রাত্যকায়স্থগণ যে পারস্কর প্রায়শ্চিত্ত বিধান অনুযায়ী কার্য্যাই করিবেন তাহাও ঠিক নহে যেহেতু তাঁহাদের জন্য প্রশ্নোপনিষদ্ শ্রুতি ও মহাভারতের বৃষ্ণিবংশীয় রাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন গ্রহণ এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির প্রদর্শিত পথই প্রশস্ততর, অপিচ তাঁহারা তদনুসারেই কার্য্য করিতেছেন।

অনন্তর লিখিয়াছেন "কৃত প্রায়শ্চিত্তা নামুপনীতানাং পুত্রাদৌ তু ন প্রায়শ্চিত্তাবশ্যকং তে তু যথাযথং ব্রাহ্মণায় এব জাত্যা স্যুঃ॥" অর্থাৎ কৃত প্রায়শ্চিত্ত উপনীত ব্যক্তিদের পুত্রাদির প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হইবে না; তাহারা যথাযথ প্রকৃত ব্রাহ্মণাদি জাতিস্থ হইবে। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত

ব্রাত্যদিগের যে সকল পুত্রের উপনয়ন কাল অতীত হয় নাই তাহাদেরও ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, এ সম্বন্ধে সুবিদ্বান্ ঋষিগণ সাম শ্রুতির দ্বারা সুন্দরভাবে মীমাংসা করিয়াছেন। তদ্‌যথা—

"স হ হারিদ্রুমতং গৌতম মেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি ॥৩ তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি স হোবাচ নাহ মেতদ্ বেদ ভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্ম্য পৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ লভে সা হ মেতন্ন বেদ যদ্ গোত্রস্তমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামোনাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যং কামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥ ৪

তাং হোবাচ * সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্য ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয়ঃ।" ৫

ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৪।৪।৫

সেই (সত্য কাম) জননীব নিকট আত্ম বিষয় অবগত হইয়া হরিদ্রুমেব পুত্র গৌতমেব সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আমাকে উপনীত করুন। ৩ গৌতম জিজ্ঞাসা কবিলেন, সৌম্য তোমার গোত্র কি? তিনি (সত্যকাম) বলিলেন, আমাব গোত্র কি তাহা আমি জানি না, এতদ্বিষয় আমার জননীর নিকট জিজ্ঞাসা কবায়, মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমি যৌবনাবস্থায় বহুজনের নিকট পরিচারিণী ছিলাম, এবং তৎকালেই তোমাকে লাভ করিয়াছি। এমতাবস্থায় তোমার গোত্র আমি কিরূপে জানিব? তবে আমি জবালা তোমার নাম সত্যকাম।' ভো ব্রাহ্মণ। আমি সেই সত্যকাম এবং আমার

---

* ১। পুস্তকান্তরে "তাং হোবাচ নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি" এইরূপ পাঠ আছে।

মাতা জাবালা। ৪ গৌতম বলিলেন সৌম্য তুমি সমিধ আহরণ কর, তুমি যখন সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই, তখন আমি তোমাকে উপনীত করিব। ৫ এই জারপুত্রের এই প্রকার উপনয়ন শ্রুতি, মন্ত্রমহার্ণবাহ্মণের ৩ প্রপাঠক ৩ ব্রহ্মণে ৭ সংখ্যায় আছে। যাহার পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্য কি অনার্য্য ব্রাত্য কি উপনীত ইহা না জানা সত্বেও উপনীতের সন্তানের ন্যায় পরিণত বয়স্ক মানবকের বিনা প্রায়শ্চিত্তে উপনয়নের শ্রুতি রহিয়াছে, তখন ব্রাত্য কায়স্থ পুত্রের উপনয়ন কাল উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। অবশ্য অনেক ধর্ম্ম সূত্র ব্রাত্য পুত্রেরও প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন সত্য। এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে ধর্ম্ম সূত্র, শ্রৌত সূত্রের অনুগত কিনা তাহা যদি না হয় তবে ধর্ম্মসূত্রের সেই সূত্র অগ্রাহ্য। কেন না শ্রৌত সূত্র শ্রুতিরই সার, অপিচ শ্রৌত সূত্রেও যদি অবৈধ প্রয়োগ হইয়া থাকে তজ্জন্য শ্রুতি দায়ী নহে। শ্রুতিই প্রমাণ, তাই জৈমিনী দর্শনকার ১।৩।৩ সূত্র করিয়া বলিতেছেন "বিরোধে ত্বন পেক্ষ্যং স্যাৎ অসতিহ্যনুমানং॥" অর্থাৎ শ্রুতির সহিত কল্পসূত্রের (শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম্মসূত্রের) বিরোধে শ্রুতি অপেক্ষা করিবে না, তবে সেই ঋষি বাক্য কি জন্য প্রযোগ হইয়াছে, সৎ কি অসৎ তাহা অনুমান করিতে পারে। এ স্থলে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত শাস্ত্রের জন্য সে অনুমানেরও আবশ্যক নাই।

তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিটীর বলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি এবং কাশী, কাঞ্চি ও দ্রাবিড় প্রভৃতির প্রায় শতাধিক পণ্ডিত ১৯৫৯ সম্বতে কায়স্থদিগের বহু পুরুষ যাবৎ ব্রাত্য পাতিত্য খণ্ডন করিয়া যে বিধান, স্বাক্ষর করিয়াছিলেন চন্দ্রিকাকার তাহার বিরুদ্ধে ২০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন "তত্র কশ্চিৎ ধূর্ত্তো বিদ্বচ্চক্ষুর্বি

পাংশু মুষ্টিং বিকিরন্নিব-তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণীয়াং ১৭।৪।১ শ্রুতি মেতাং প্রদর্শ্যা-সংখ্য পুরুষং যাবদ্ব্রাত্যানাং প্রায়শ্চিত্তং বিধাপয়তি, তদশ্রাব্যং তত্র জ্যায়োইধিকার।" অর্থাৎ এ স্থলে কোন কোন ধূর্ত্ত পণ্ডিত অপর পণ্ডিত-গণের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই যেন তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের ১৭।৪।১ এই শ্রুতি দেখাইয়া অসংখ্য পুরুষ যাবৎ উপনয়ন হীন হইলেও প্রায়-শ্চিত্তের বিধান দেন, ইহা নিতান্ত অশ্রাব্য কথা, কেন না তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের ঐ শ্রুতিটী জ্যায়াংস ব্রাত্য সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে।'

দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। নতুবা যে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাস শিরোমণি ঐ শ্রুতির বলে সকলের অগ্রণী হইয়া পাতি স্বাক্ষর করিয়া কায়স্থ সভায় প্রদান করিলেন, তিনিই কিনা আবার জয়চন্দ্রের গালাগালিতে ব্রাত্য কায়স্থ চন্দ্রিকার সেই কথার বিরুদ্ধ অর্থ দেখিয়াও প্রশংসা পত্র প্রদান করিলেন। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? শুধু ঐ শ্রুতিটীর উপর নির্ভর করিলে স্তোম সম্বন্ধে নির্ণয় করা যায় না; তবে কোন্ কোন্ ব্রাত্য সম্বন্ধে স্তোম তাহা বুঝা যায়। তদ্‌যথা—

"অথৈষ শমনী চামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ু স্ত এতেন যজেরন্।"

তাণ্ড্যব্রাঃ ১৭।৪।১

অনন্তর এই (শমনী) মৃত্যুকর্ত্তৃক গৃহীতগণ (যে) যাহারা (অমেঢ) নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ দ্বারা তেজ প্রাপ্ত হয় নাই (পারস্কর ২।২।১১) এবং (জ্যেষ্ঠ) জ্যায়াংস ব্রাত্য, ব্রাত্যস্তোমের অনুষ্ঠান করিবে। (সিদ্ধান্তভূষণ শমনী চ মেঢ্রানাং এইরূপ পাঠ করিয়া বর্ত্তমানে আনিয়াছেন) পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই মন্ত্রে কত স্তোম করিবে তাহার বিধান

নাই। ইহাতে পাছে লোকে অতীত পুরুষদিগের জন্য স্তোম না করে এই জন্য ঋষিগণ পরবর্ত্তী শ্রুতিদ্বারা বলিতেছেন পূর্ব্বতন ব্রাত্যদিগের জন্য অনেক স্তোম করিতে হইবে (এই বহু স্তোমের অর্থ সূত্রকারগণ যত পুরুষ তত স্তোম বলেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন—পাবমানী, ত্রিবৃৎ ও ব্যাহৃতি স্তোমই স্তোমাঃ শব্দ দ্বারা বহুবচন করা হইয়াছে) যদি ভুল বশতঃ না করে তবে দোষ হইবে।

তদযথা—

"অগ্রাদগ্রং রোহন্ত্যব্রাঃ স্তোমা যন্ত্যনভ্রংশায়।"

তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৭।৪।২

অকৃত যজ্ঞোপবীতিশমন কবলিতদিগের বহু প্রকার স্তোমের আদেশ করিয়া ঐ শ্রুতিবার পুনবায় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে এই বহু প্রকার স্তোমের হ্রাস বৃদ্ধিও চলে তৎ সম্বন্ধে যথার্থ দর্শী কুলীন ব্যক্তি যেরূপ করেন তাহাই হইবে। তদ্ যথা—

"এতেন বৈ শমনী চামেঢ্রা অব্রজন্ত তেষাং কুষীতকঃ সমশ্রবসো গৃহপতি রাসীত্তান্ লূসাকপিঃ স্বাগলিরব্ ব্যাহব দধাকীর্ষত কনীয়াংসৌ স্তোমাবুপাগুষিতি তস্মাৎ কৌষীতকী নাম্ন কশ্চনাতীব জিহাতে যজ্ঞাবকীর্ণাহি।"

তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৭।৪।৩

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—স্বর্গল পুত্র লূসাকপি পূর্ব্বতন পুরুষগণের অকৃত বীর্য্যত্ব অর্থাৎ ব্রাত্যতা প্রযুক্ত সেই বিভ্রষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের অপনয়ন জন্য সমশ্রবার পুত্র যথার্থ দর্শী সমাজপতি কুষীতকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন। কুষীতকী সেই লূসাকপিকে পূর্ব্ব দর্শিত বহু সংখ্যক স্তোম পরিত্যাগ করিয়া, মাত্র দুইটী স্তোম দ্বারা যথার্থ দর্শীর ন্যায় উপনীত

করেন।' এখন সুবিজ্ঞ পাঠকগণ দেখুন সিদ্ধান্তভূষণ শাস্ত্র লইয়া কত রকম চতুরতা খেলিয়াছেন।

ইহার পরে সিদ্ধান্তভূষণ বলিয়াছেন "বহুপুরুষের ব্রাত্যতায় তাহাদের সঙ্কর-জত্বের দূরীকৃত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত অধিকার আপনাপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে হেতু ইহা মনুই ১০।২৪। বলিয়াছেন।" বাস্তবিক মনু বলিয়াছেন যে একবর্ণ অন্য বর্ণকে না জানিয়া যদি ব্যভিচারবশে বিবাহাদি করে তবে বর্ণসঙ্কর জন্মে, কিন্তু ক্ষাত্রকায়স্থগণ, যে ক্ষাত্রকায়স্থ তাহাদের সহিতই ক্রিয়া করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের বর্ণসঙ্করত্ব জন্মে নাই।

চন্দ্রিকার ২২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"যে, যেবর্ণ সে যদি বর্ণ অনুমোদিত কার্য্য না করে তবে যাজ্ঞবল্ক্য শাসনে তাহার পঞ্চম অথবা সপ্তম পুরুষ সেই কর্ম্মানুযায়ী বর্ণও প্রাপ্ত হয়।" তখন তাহার সেই সাঙ্কর্য্যের আর শত শত প্রায়শ্চিত্তেও উদ্ধার নাই।" কায়স্থগণ আবহমান কালযাবৎ স্বীয় ক্ষত্রোবর্ণোচিত বৃত্তিই রক্ষাকরিয়া আইসায় ঐ সাঙ্কর্য্যের কোন আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই।

বহুবিধ শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে ব্রাত্য কায়স্থ চন্দ্রিকার সমুদায় বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিলাম। কিন্তু উহাতে যে পঞ্চম বর্ণ বাদীর মত খণ্ডন করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই, যেহেতু আমরা কখন পঞ্চম বর্ণ স্বীকার করি না। উপসংহারে আরও এক কথা এই যে যাহারা পরশুরাম দ্বারা ক্ষত্রিয় বংশ নিঃশেষ করিতে না পারিয়া মহাপদ্মনন্দের কথা পাড়েন তাহাদের কোন রূপ কাণ্ডজ্ঞান না থাকায় তাহার প্রতিবাদে বিরত রহিলাম। *

---

* পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার "সম্বন্ধ নির্ণয়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "মগধের শূদ্র রাজা মহাপদ্ম, পরশুরাম হস্ত মুক্ত ক্ষত্রিয়দিগের যাবদীয় বংশধর-

"ওঁ বিশ্বানি দেব সবিত র্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥"

যজুর্ব্বেদ ৩০ মঃ ৩ মং

হে বিজ্ঞানময় ঈশ্বর। আপনি সমস্ত জগত প্রকাশক। আমাদিগের যেসমস্ত দুঃখ ও দুষ্ট ভাব আছে তৎ সমুদয় দূর করিয়া দিউন্ এবং যাহাকিছু আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখ বা ক্লেশ বিরহিত অর্থাৎ কল্যাণকর আমাদিগকে তাহাই প্রদান করুন।

ওঁ শান্তি ওঁ

দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সেই হইতেই পৃথিবীতে আর ক্ষত্রিয় নাই।" কথাটা বিষ্ণু পুরাণের (৪। ২৪। ৪) অধ্যায় আছে। পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় অহিফেন সেবী তাই পরবর্ত্তী (৪। ২৪।৮) বচনগুলি অর্থাৎ "মাগধায়াং বিশ্ব-স্ফটীক সংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি। উৎসাদদখিল ক্ষত্র জাতিম্ কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দ ব্রাহ্মণান্ রাজ্যে স্থাপিয়ষ্যৎ।" অর্থাৎ মগধে বিশ্বস্ফটীক নামক একজন রাজা তথা হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে উৎসাদন করিয়া, কৈবর্ত্ত, কটু, পুলিন্দ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অন্য বর্ণ স্থাপন করিয়াছেন। যদি মহা পদ্মই ক্ষত্রিয় ধ্বংশ করিল, তবে মগধের তৎপরবর্ত্তী রাজা পুনরায় ক্ষত্রিয় কিরূপে ধ্বংশ করিল? এইরূপ জাতি-তত্ত্ব লেখকগণ দ্বারাই সমাজ দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে; ইহাদের হাত হইতে সমাজ রক্ষা করা চিন্তাশীল সামাজিকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।